প্রতিটি উপজেলা এবং অতঃপর জেলা হতে প্রাপ্ত এই সুনির্দিষ্ট জেলা/ উপজেলার অগ্রাধিকার ১টি সূচক ও জিআইইউ কর্তৃক নির্ধারিত ৩৯টি সূচক নিয়ে মোট ৪০টি সূচকের উপর সরকার উন্নয়নের গতিধারা পর্যালোচনা করার পরিকল্পনা করছে। প্রতিটি জেলায় নির্ণয়কৃত স্থানীয় সূচকটিকে যদি অগ্রাধিকারভিত্তিতে উন্নয়ন ফর্মের প্রথম স্তরে ফেলা যায়, তবেই সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য এবং সমসাময়িক জনসম্পৃক্ত উন্নয়নধারা অব্যাহত থাকবে এবং যা তৃণমূল পর্যায়ে উন্নয়ন পৌঁছে দেবে।

২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণের জন্য বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ৫৬৪টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত কর্মশালা হতে প্রাপ্ত অগ্রাধিকার সূচকসমূহকে একীভূত করে বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে নির্ধারিত ৩৯+১, এক্ষেত্রে ৩৯+৬৪ (৬৪ জেলা x ১) সূচক নিয়ে জিআইইউ এর একটি ভিন্ন প্রকাশনার পরিকল্পনা রয়েছে।

এসডিজি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার অধীনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণের জন্য বিভাগীয় কর্মশালা:

এসডিজি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার অধীনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণের জন্য জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা:

এসডিজি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার অধীনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণের জন্য উপজেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত কর্মশালা:

রাষ্ট্রায়ত্ত কর্পোরেশন ও কোম্পানিসমূহের উত্তম চর্চা অবহিতকরণ এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ বিষয়ক কর্মশালা:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন বাংলাদেশের অর্থনীতির শুরুর দিকে বেশিরভাগ অবদান ছিলো সরকারি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের। তবে কালের পরিক্রমায় বর্তমানে বেশিরভাগ অবদান বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের। উৎপাদনমুখী রাষ্ট্রায়ত্ত এ সকল প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা দুর্বলতা, দুর্নীতি, সক্ষমতার অভাব ইত্যাদি দুর্বলতা প্রতিষ্ঠানসমূহকে সমধর্মী বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে রেখেছে। তথাপি, শ্রমঘন এই প্রতিষ্ঠানসমূহের কিছু কার্যক্রম রয়েছে, যা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে গতিশীল রাখছে এবং বিপুল জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা নির্বাহে সহায়তা করছে। সরকারি এই সকল প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি, উৎপাদন পদ্ধতি, বিপণন পদ্ধতি ইত্যাদির দিকে বিশেষভাবে নজর দিলে প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে সরকারের বিশেষ লাভবান হবার সুযোগ রয়েছে। প্রায় প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই রয়েছে অভিজ্ঞতালব্ধ কিছু উত্তম চর্চা। আবার চিহ্নিত অনেক চ্যালেঞ্জ প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে অনায়াসেই দূর করা সম্ভব। তাই রাষ্ট্রায়ত্ত এসকল প্রতিষ্ঠান যদি তাদের উত্তম চর্চাসমূহ (বিশেষ করে উদ্ভাবনমূলক এবং অনুসরণযোগ্য যেসব চর্চা অর্থনীতিকে বেগবান করে) নিজেদের মধ্যে শেয়ার করে, অভিজ্ঞতা বিনিময় করে ও নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানে কাজে লাগায় তাহলে পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করে একসাথে কাজ করা যায়। আর

এভাবেই গড়ে তোলা যায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার উপযোগী রাষ্ট্রায়ত্ত কর্পোরেশন ও এন্টারপ্রাইজ। এ লক্ষ্যে রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে উত্তম চর্চা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর আয়োজনে গত ০২ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর করবী হলে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কর্পোরেশন ও কোম্পানিসমূহের প্রতিনিধিগণ এর অংশগ্রহণে রাষ্ট্রায়ত্ত কর্পোরেশন ও এন্টারপ্রাইজ এর উত্তম চর্চা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

১ম কর্ম অধিবেশন: উত্তম চর্চা অবহিতকরণ

প্রথম কর্ম অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান ফজলুর রহমান, এমপি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব নসরুল হামিদ, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ও জনাব খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ নজিবুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

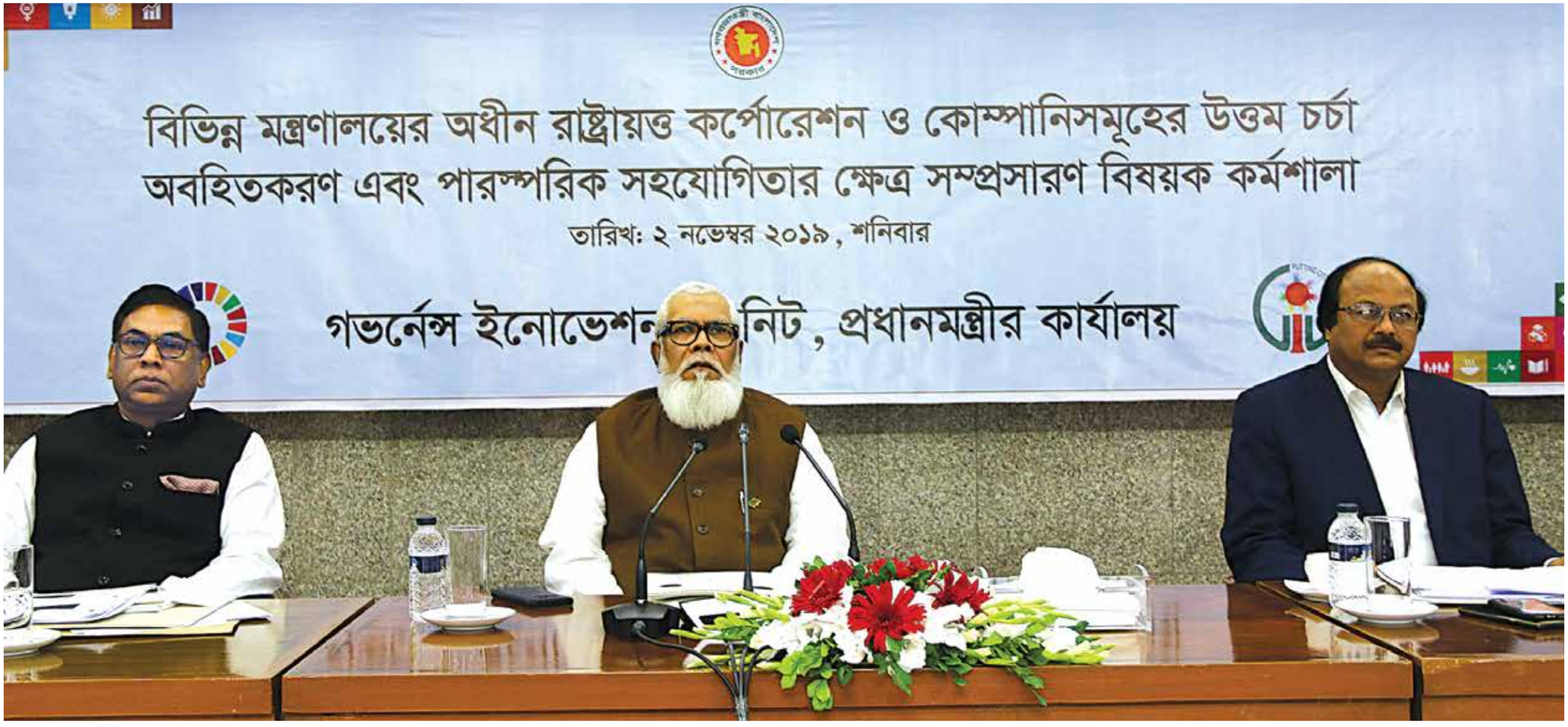

এ কর্ম অধিবেশনে বর্ণিত ছক অনুসারে মোবারকগঞ্জ সুগার মিলস্ লিমিটেড তাদের কোম্পানিতে ব্যক্তিগত কর্মপরিকল্পনা (Individual Action Plan-IAP) প্রবর্তন, কর্ণফুলী গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড Natural Gas Efficiency Project এর অধীনে আবাসিক ৬০০০০ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন ও বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন মেয়াদোত্তীর্ণ রাবার গাছকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের পরিবর্তে একে প্রক্রিয়াজাতকরণপূর্বক আসবাবপত্র তৈরিকে তাদের বাছাই করা তিনটি উত্তম চর্চা হিসেবে উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য যে, মেয়াদোত্তীর্ণ রাবার গাছ থেকে বাংলাদেশ বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন বর্তমানে বার্ষিক ১২০০০০ ঘনফুট প্রক্রিয়াজাত কাঠ উৎপাদনে সক্ষম।

মানদণ্ড	বর্ণনা
উত্তম চর্চাটি অনুসরণের যৌক্তিকতা	উত্তম চর্চা গ্রহণের ক্ষেত্রে কি কি কর্মকৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। কৌশল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কি কি চ্যালেঞ্জ ছিল?
প্রভাব/ফলাফল পর্যালোচনা	উল্লেখিত উত্তম চর্চা কিভাবে প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করছে এবং এই চর্চার ফলে প্রতিষ্ঠানের কি কি পরিবর্তন হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, মুনাফা বৃদ্ধি, ক্ষতি হ্রাস, ব্যবস্থাপনায় উন্নয়ন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি বিষয়ে আলোচনা।
পুনঃব্যবহার	অন্য কর্পোরেশন/ কোম্পানিতে উত্তম চর্চা বাস্তবায়নের সুযোগ (Scalability/ Replicability).
SWOT Analysis	উত্তম চর্চা গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ (Assessment of the Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats).
Weaknesses to Strength	উত্তম চর্চাটির মাধ্যমে কিংবা উত্তম চর্চা গ্রহণের জন্য দুর্বলতাসমূহকে কিভাবে কাটানো হয়েছে। কিভাবে সক্ষমতাসমূহকে ব্যবহার করা হয়েছে। কিভাবে দুর্বলতাসমূহকে সক্ষমতায় রূপান্তর করা হয়েছে।
Threats to Opportunities	উত্তম চর্চাটির মাধ্যমে কিংবা উত্তম চর্চা গ্রহণের জন্য ঝুঁকিসমূহ কিভাবে মোকাবেলা করা হয়েছে। কিভাবে সুযোগসমূহ কাজে লাগানো হয়েছে। কিভাবে ঝুঁকিসমূহকে সক্ষমতায় রূপান্তর করা হয়েছে।

২য় কর্ম অধিবেশনঃ

পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারণ

দ্বিতীয় কর্ম অধিবেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল, এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সাজ্জাদুল হাসান, সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, এনডিসি, সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ।

উক্ত অধিবেশনে সিনিয়র সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ, সিনিয়র সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয় স্ব-স্ব মন্ত্রণালয়/ বিভাগের পক্ষে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্পর্কিত বিস্তারিত উপস্থাপনা প্রদান করেন।

রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের উত্তম চর্চাসমূহ নিজেদের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়া এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক, সহযোগিতা বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এ কর্মশালায় সম্মানিত আমন্ত্রিত অতিথিসহ অংশগ্রহণকারীগণের আলোচনায় ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রস্তুতি গ্রহণের বিষয়টি প্রাধান্য পায়। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক ও চিহ্নিত পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্রসমূহ জোরদারকরণ, সরকারি প্রতিষ্ঠানের অব্যবহৃত জমির সদ্ব্যবহার, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের লক্ষ্যসমূহ অন্তর্ভুক্তকরণ, ease of doing business কার্যক্রমকে আরো বেগবান করা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Individual Performance Evaluation এর জন্য সূচক নির্ধারণ এবং বিদ্যুৎ বিভাগ কর্তৃক অনুসৃত Best Employee Award প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়।

‘দলিত ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিষয়ক অবহিতকরণ’ প্রশিক্ষণ

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৩০ এজেন্ডা তথা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সুশাসন নিশ্চিতকরণে নাগরিক সম্পৃক্ততার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সুশাসন নিশ্চিতকরণে 'Leave no one behind' মূলমন্ত্রকে সামনে রেখে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে দেশের দলিত এবং সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ জরুরি। এ লক্ষ্যে দলিত এবং সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট সম্পর্কে অবহিতকরণের নিমিত্ত ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে 'দলিত ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিষয়ক অবহিতকরণ' প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

‘দলিত ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিষয়ক অবহিতকরণ’ প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ এর সম্মানীয় ফেলো এবং ট্রাস্টি বোর্ড এর সদস্য ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) এর পরিচালক ড. নাগেশ কুমার, Indigenous Navigator Project, ILO এর ম্যানেজার জনাব আলেক্সিউস চিচাম এবং মিডিয়া ব্যক্তিত্ব জনাব ফারজানা ব্রাউনিয়া ও জনাব রোকেয়া প্রাচী। এ প্রশিক্ষণে মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল একশত দশ জন। সম্মানিত অংশগ্রহণকারীগণের মধ্যে ১৪ জন মাননীয় সংসদ সদস্য, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

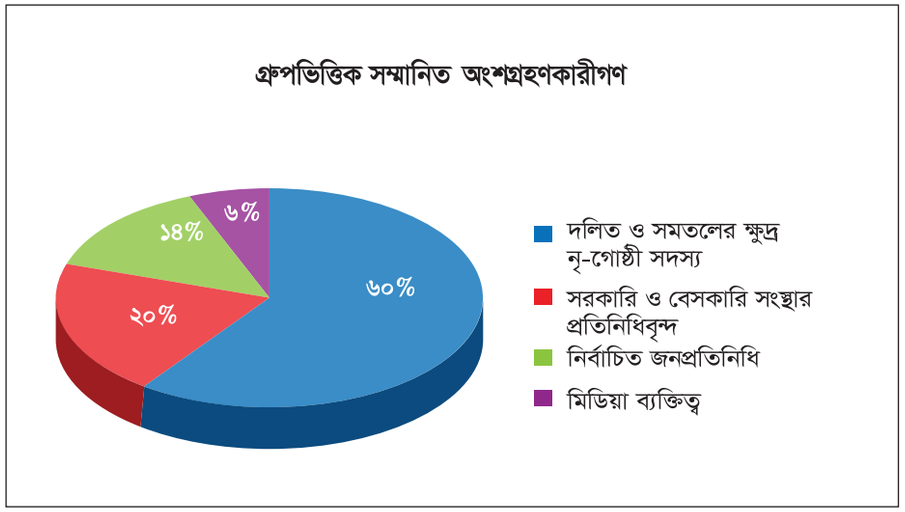

নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর উপর গুরুত্বারোপ করে প্রশিক্ষণে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়:

- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূলনীতি;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশ কর্তৃক নির্ধারিত অগ্রাধিকার সূচকসমূহ (৩৯+১);
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণ।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে দলিত ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সম্পৃক্ততার সম্ভাব্য ক্ষেত্র নির্ধারণের লক্ষ্যে আমন্ত্রিত আলোচকবৃন্দের অংশগ্রহণে প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

দলিত ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সমস্যা এবং 'দলিত ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিষয়ক অবহিতকরণ' প্রশিক্ষণ বিষয়ে মতামত জানার লক্ষ্যে উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রশিক্ষণ দলিত ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট স্থানীয়করণে নিজেদের অবস্থান ও করণীয় নির্ধারণে সহায়তা করেছে।

উন্মুক্ত আলোচনা পর্ব হতে প্রাপ্ত দলিত ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নমুনা মতামত/ সমস্যাসমূহ:

ক্রমিক নং	বিষয়	মতামত/ সমস্যা/ সুপারিশ
১.	ভূমি	১. নির্দিষ্ট কিছু গ্রামে শ্মশান/ কবরস্থান নির্মাণ; ২. আদিবাসীদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন; ৩. প্রতি মাসে চা বাগানে খাজনা দিয়ে বসবাস করা (খাসিয়া সম্প্রদায়); ৪. সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্য পৃথক ভূমি কমিশন গঠন।
২.	শিক্ষা	১. বাঁশখালিদের বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা দেয়া; ২. খাসিয়া পুঞ্জিতে একটি সরকারি স্কুল প্রতিষ্ঠা; ৩. দলিতদের চিকিৎসা সেবা প্রদানের স্বার্থে মেডিকেল কলেজে পড়ার জন্য দলিতদের শিক্ষা কোটা বরাদ্দ প্রদান; ৪. কারিগরি শিক্ষায় প্রশিক্ষণের সুযোগ বরাদ্দ করা ও সম্পৃক্তকরণ; ৫. শিক্ষার জন্য আর্থিক সহযোগিতা প্রদান।
৩.	বিবিধ	১. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিতে দলিত ও আদিবাসীদের; অন্তর্ভুক্তির জন্য বিশেষ বিধান তৈরি করা; ২. বিকেএসপি'তে আদিবাসী ছেলেমেয়েদের বিশেষ ক্যাটাগরিতে সুযোগ দেয়া; ৩. সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে আদিবাসী শিশুদের সুযোগ করে দেয়া।

অংশগ্রহণকারী দলিত ও সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সদস্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত মতামত/ সুনির্দিষ্ট সমস্যা/ অভিযোগসমূহ নির্দিষ্ট বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে এবং সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হয়েছে।

‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট’ বাস্তবায়নে স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন সভাঃ

২০১৯ সালের আগস্ট মাসে ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট’ বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার অভিপ্রায়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিভিন্ন সেক্টরভিত্তিক সরকারি-বেসরকারি অফিসসমূহ, বিভিন্ন পেশাজীবি সংগঠন ও এনজিও এর সাথে স্টেকহোল্ডার কনসালটেশন সভা আয়োজন করে। মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমুহকে তাদের এ সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারগণের সাথে সমন্বয় করে সভায় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়। মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহকে তাদের সম্ভাব্য স্টেকহোল্ডারগণের একটি নমুনা তালিকাও প্রেরণ করা হয়। তবে তালিকাটি ধারণামূলক; মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের প্রয়োজনবোধে এই তালিকা আরও সমৃদ্ধ করতে পারার সুযোগ ছিল।

প্রাথমিকভাবে সকল মন্ত্রণালয়/ বিভাগকে নমুনা হিসেবে একটি ধারণাপত্র (কৃষি ক্লাস্টারের উপর ভিত্তি করে) ও কিছু সাধারণ প্রশ্নমালা প্রদান করা হয়। মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহকে এরই প্রেক্ষিতে নির্ধারিত তারিখে তাদের মতামত এবং পরিকল্পনা উপস্থাপনের জন্য অনুরোধ করা হয়।

এসডিজি স্থানীয়করণ বাস্তবায়নে কৃষি-অংশীজন সম্পৃক্তকরণ বিষয়ক প্রাথমিক ধারণাপত্রঃ

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি কৃষি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিপরীতে আশঙ্কাজনক ভাবে কমছে কৃষি জমির পরিমাণ। পরস্পর বিপরীত এ পরিস্থিতিতে দেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। সীমিত কৃষি জমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য টেকসই প্রযুক্তির ব্যবহার, প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এখন সময়ের দাবি। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো, তথ্য প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষির আধুনিকীকরণ, শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধি ও বহুমূখীকরণের মাধ্যমে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের যোগান নিশ্চিতকল্পে কৃষক, কৃষিকর্মী, সম্প্রসারণবিদ, গবেষক ও সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। বর্তমান সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির ফলে খাদ্যশস্য উৎপাদনে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এর গোল-২ (End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture) এর টার্গেট ২.১, ২.৩, ২.৪, ২.৫, ২.খ অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ইতোমধ্যে কার্যক্রম আরম্ভ করেছে। উল্লেখিত লক্ষ্য অজর্নের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর সহযোগী সরকারি দপ্তরসমূহের জন্য লক্ষ্যমাত্রা সূচকসমূহ এবং সরকারের দপ্তরগুলোর মধ্যে গুরুত্ব বিবেচনায় কর্ম ব্যবস্থাপনা ম্যাপিং করা হয়েছে। কৃষি মন্ত্রণালয় সংযুক্ত দপ্তর/ সংস্থার সাথে আলোচনাক্রমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিষয়ে একটি কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা খুবই প্রয়োজন।

‘টেকসই কৃষি’ ধারণাটি আমাদের দেশে একেবারে নতুন না হলেও ‘টেকসই কৃষি’র সাথে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি চাহিদার সমন্বয়, কৃষিপদ্ধতি, কৃষিতে পানি ও ভূমির ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা, বিপনন এবং বানিজ্যিকিকরণের সাথে মানুষের টেকসই জীবনাচার, ভোগ, প্রতিবেশ ও পরিবেশের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তর আলোচনা এবং নীতি পর্যালোচনার সুযোগ রয়েছে ।

"টেকসই কৃষি" সম্পর্কিত সেমিনার/ কর্মশালার উদ্দেশ্য হল; সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়ার উপযোগী 'বিষয়বস্তু' বা 'কনটেন্ট' সম্পর্কে ধারণা লাভ। সেইসাথে জাতীয় পর্যায়ে সম্ভাব্য অংশীজনের সমন্বয়ে "টেকসই কৃষি" বিষয়ে নীতি বিশ্লেষণের ক্ষেত্র প্রস্তুতি। ২০৩০ সালের কৃষি ব্যবস্থাপনা বা বাংলাদেশের "টেকসই কৃষি"তে মোটা দাগে নিম্নবর্ণিত প্রশ্নসমূহের উত্তর অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা থাকতে হবে।

১. 'টেকসই কৃষি' বলতে আমরা কি বুঝি?

২. বর্তমান সামগ্রিক কৃষি ব্যবস্থার সাথে এর পার্থক্য কি?

৩. টেকসই কৃষি প্রবর্তনের জন্য ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের আচরণগত কোনো পরিবর্তন ঘটাতে হবে কিনা?

৪. 'টেকসই কৃষি'র ফলে ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজ কিভাবে উপকৃত হতে পারে?

৫. ব্যক্তির আয় বৃদ্ধিতে কিভাবে এর সম্পৃক্ততা রয়েছে?

৬. টেকসই কৃষির ফলে সামগ্রিক খাদ্যাভ্যাসের/ পুষ্টি চাহিদার কি ধনাত্মক পরিবর্তন সাধিত হবে?

৭. ভোগ এবং আয়ু বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে কিনা?

৮. মানুষসহ সকল জীবপরিবেশের কি উন্নতি সাধিত হবে?

৯. প্রচলিত কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তে প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তি বা সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীকে কিরূপ "ট্রেড অফ" মেনে নিতে হবে?

১০. ২০৩০ সাল বা তার পরবর্তীতে বাংলাদেশের কৃষি/ পুষ্টি চাহিদা কি অবস্থানে পরিবর্তিত হবে?

১১. এই পরিবর্তনে ব্যক্তি কিভাবে সরকারের কাছ থেকে সহায়তা পাবে?

১২. কৃষি অগ্রাধিকারমূলক কার্যসমূহ কি কি হতে পারে;

যেমন:

* কৃষি জমি রক্ষা
* সেচ কাজে ভূপরিস্থ পানির ব্যবহার
* কৃষক পর্যায়ে কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিতকরণ
* দেশীয় মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ
* গুড অ্যাকুয়াকালচার প্র্যাকটিস প্রবর্তন
* প্রাণিসম্পদের জাত উন্নয়ন
* সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি
* জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে কৃষি জমি পুনরুদ্ধার
* খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি সম্প্রসারণ
* কৃষক পর্যায়ে পাটের উন্নত প্রযুক্তি ও বীজ সরবরাহ ইত্যাদি

ধারণা করা যেতে পারে; 'টেকসই কৃষি' ব্যবস্থার পরির্তন ঘটলেই স্থানীয়ভাবে খুব সহজেই বেশকিছু সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা এবং সফলতার সম্ভাবনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সম্ভব হবে। যেমন; বেকারত্ব হ্রাস, কৃষিবহির্ভূত কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি, জলাধার সংরক্ষণ, পানি দূষণ প্রতিরোধ, পানির সাশ্রয়ী ব্যবহার, গ্রামীণ ভূমি ব্যবহার কৌশল, গ্রোথ সেন্টারভিত্তিক পরিকল্পিত উন্নয়ন, কৃষি জমির পরিমাণ হ্রাস প্রতিরোধ, মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি, কৃষিতে রাসায়নিক সার নির্ভরতা হ্রাস, খরা সহিষ্ণু, বন্যা সহিষ্ণু এবং লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধানের উদ্ভাবন, ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি, ভূমিতে বসবাসরত সকল জীবপরিবেশের উন্নয়ন, নিরাপদ ও কম জমিতে অধিক কৃষি, কৃষিনির্ভর উদ্যোক্তা সৃষ্টি, স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক বনায়ন/ বৃক্ষরোপণ, চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যের যোগান ইত্যাদি।

'কৃষি' বিষয়ক সম্ভাব্য স্টেকহোল্ডার:

১) কৃষি ফ্যাকাল্টি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়
২) কৃষি গবেষণা ইন্সটিটিউট
৩) জাতীয় কৃষি প্রশিক্ষণ একাডেমি (নাটা)
৪) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
৫) বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন করপোরেশন (বিএডিসি)
৬) কৃষি তথ্য সার্ভিস
৭) বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
৮) কৃষি মন্ত্রণালয়
৯) ভূমি মন্ত্রণালয়
১০) পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
১১) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১২) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
১৩) বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
১৪) এটুআই প্রোগ্রাম
১৫) জেনারেল ইকোনোমিক ডিভিশন (জিইডি)
১৬) সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)
১৭) পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
১৮) এসডিজি ওয়ার্কিং টিম
১৯) কৃষক
২০) কৃষিজাত পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গ
২১) কৃষি গবেষক

নিম্নবর্ণিত ছকে লিখিত তারিখ ও সময় অনুযায়ি নির্ধারিত মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পর্কিত স্টেকহোল্ডারগণের সাথে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়:

Sl No	Date	Time	Ministry/ Division	Ministry/Organization/ Association
1.	25-08-2019	2-3 PM	Ministry of Agriculture & Ministry of Fisheries and Livestock	SDGs focal points of (1) Ministry of Agriculture (2) Ministry of Fisheries and Livestock, with the representatives from their different organizations and professional bodies (Examples: Krishibid Institution Bangladesh, Bangladesh Agricultural Economic Association, Diploma Krishibid Institute, Bangladesh, Poultry Owners Association, Animal Health Companies Association of Bangladesh, Bangladesh Livestock Society etc.)
2.	25-08-2019	3-4 PM	Health Services Division & Medical Education and Family Welfare Division	SDGs focal points of Ministry of Health and Family Welfare with the representatives from their different organizations and professional bodies (Examples: Bangladesh Medical Association

Sl No	Date	Time	Ministry/ Division	Ministry/Organization/ Association
				(BMA), Swadhinata Chikitsak Parishad (SWACHIP), Bangladesh Nurses Association (BNA), Bangladesh Diploma Paramedic Association (BDPA), etc.)
3.	25-08-2019	4-5 PM	Ministry of Primary and Mass Education, Secondary and Higher Education Division & Technical and Madrasah Education Division	SDGs focal points of (1) Ministry of Primary and Mass Education (2) Secondary and Higher Education Division (3) Technical and Madrasah Education Division, with the representatives from their different organizations and professional bodies (Examples: Bangladesh Primary Teachers Association, Bangladesh College Teachers Association, University Teachers Association of Bangladesh etc.)
4.	26-08-2019	2-3 PM	Ministry of Religious Affairs	SDGs focal points of Ministry of Religious Affairs with the representatives from their different organizations and professional bodies (Examples: Bangladesh Jatio Imam Samity, Bangladesh Swatantra Ebtedayee Madrasa Shikshak Samity,

Sl No	Date	Time	Ministry/ Division	Ministry/Organization/ Association
				Hindu Religious Welfare Trust, Bangladesh Hindu Buddhist Christian Unity Council etc.)
5.	26-08-2019	3-4 PM	Ministry of Information	SDGs focal points of Ministry of Information with the representatives from their different organizations and professional bodies (Examples: National Press Club, Bangladesh Photo Journalist Association, Bangladesh Institute of Journalism and Electronic Media, Bangladesh Federal Union of Journalists (BFUJ), Newspaper Owners Association of Bangladesh (NOAB) etc.)
6.	26-08-2019	4-5 PM	Ministry of Youth and Sports	SDGs focal points of Ministry of Youth and Sports with the representatives from their different organizations and professional bodies (Examples: United Nations Youth and Students Association of Bangladesh, Bangladesh Scouts, Bangladesh Girl Guides Association, representatives from some Public and Private Universities from and around Dhaka etc.)

Sl No	Date	Time	Ministry/ Division	Ministry/Organization/ Association
7.	27-08-2019	2-3 PM	Legislative and Parliamentary Affairs Division & Parliament Secretariat	SDGs focal points of (i) Legislative and Parliamentary Affairs Division (2) Parliament Secretariat with the representatives from their different organizations and professional bodies.
8.	27-08-2019	3-4 PM	Rural Development and Co-operative Division	SDGs focal points of Rural Development and Co-operative Division with the representatives from their different Organizations and professional bodies (Examples: Amar Bari Amar Khamar, Bangladesh Jatiya Samabaya Union (BJSU), Bangladesh Milk Producers Co-operative Union Limited, etc.)
9.	27-08-2019	4-5 PM	Ministry of Labour and Employment	SDGs focal points of Ministry of Labour and Employment with the representatives from their different organizations and professional bodies (Examples: BGMEA, BKMEA, Shop Owner's Association, Labour Leaders Association etc.)
10.	28-08-2019	2-3 PM	Ministry of Social Welfare	SDGs focal points of Ministry of Social Welfare with the representatives from their different organizations and professional bodies (Examples: Bangladesh Protibandhi Kallyan Somity (BPKS), Autistic Children's Welfare Foundation, Centre for Disability in Development etc.)
11.	28-08-2019	3-4 PM	Road Transport and Highways Division, Bridges Division, Ministry of Housing and Public Works and Local Government Engineering Department	SDGs focal points of (1) Road Transport and Highways Division (2) Bridges Division (3) Ministry of Housing and Public Works (4) Local Government Engineering Department (LGED) with the representatives from their different organizations and professional bodies (Examples: Institute of Engineers Bangladesh, Diploma Engineers Association, etc.)

Sl No	Date	Time	Ministry/ Division	Ministry/Organization/ Association
12.	28-08-2019	4-5 PM	Ministry of Civil Aviation and Tourism	SDGs focal points of Ministry of Civil Aviation and Tourism with the representatives from their different organizations and professional bodies (Examples: IATA, Tour Operators Association of Bangladesh, Tourist Guide Association of Bangladesh, etc.)
13.	29-08-2019	2-3 PM	Financial Institutions Division and Bangladesh Bank	SDGs focal points of (1) Financial Institutions Division (2) Bangladesh Bank with the representatives from their different organizations and professional bodies (Examples: The Institute of Bankers, Bangladesh Association of Banks (BAB), Association of Bankers, Bangladesh Limited (ABBD) etc.)
14.	29-08-2019	3-4 PM	NGO Affairs Bureau	SDGs focal points of NGO Affairs Bureau with representatives of 10 leading NGOs.
15.	29-08-2019	4-5 PM	Ministry of Cultural Affairs	SDGs focal points of Ministry of Cultural Affairs with the representatives from their different organizations and professional bodies (Examples: Artists and Film Makers, different cultural organizations, different category of artists etc.)
16.	29-08-2019	5-6 PM	Law and Justice Division	SDGs focal points of Law and Justice Division with the representatives from their different organizations and professional bodies (Examples: Lawyers, Bar Council, Bar Associations etc.)

এসডিজি'র Voluntary National Review (VNR) **প্রণয়নে** 'Leave no one behind' **বাস্তবায়ন বিষয়ে স্থানীয় অংশীজনের সাথে মতবিনিময়:**

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৩০ এজেন্ডা তথা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই ধারাবাহিকতায় মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) মহোদয়ের সদয় নির্দেশনায় জিআইইউ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগে এসডিজি এর ভলান্টারি ন্যাশনাল রিভিউ (VNR) প্রণয়নে স্থানীয় পর্যায়ে 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়' বা 'Leave no one behind' বাস্তবায়ন পর্যালোচনা বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজিত হয়।

জাতিসংঘে উপস্থাপিতব্য VNR দলিলে বাংলাদেশে এসডিজি স্থানীয়করণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হবে। তাই এসডিজি'র VNR প্রণয়ন প্রক্রিয়াতে স্থানীয় পর্যায়ের অংশীজনের সম্পৃক্ততা বিষয়ে সংলাপ আয়োজনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো স্থানীয় প্রেক্ষাপটে এসডিজি বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতা, চ্যালেঞ্জ ও তা থেকে উত্তরণের উপায় এবং সমাজের অতিদরিদ্র, বিপন্ন, বঞ্চিত, অবহেলিত, অস্বচ্ছল, প্রতিবন্ধী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য সরকারের নেয়া নানাবিধ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন বিষয়ে অংশীজনের মতামত ও সুপারিশ গ্রহণ। এ লক্ষ্যে রংপুর এবং চট্টগ্রাম বিভাগে ইতোমধ্যে এসডিজি'র VNR প্রণয়ন প্রক্রিয়াতে স্থানীয় পর্যায়ের অংশীজনের সম্পৃক্ততা বিষয়ে সংলাপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উভয় অনুষ্ঠানের অংশগ্রহণকারীরা হলেন সংশ্লিষ্ট বিভাগের আওতাধীন সকল জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ, সকল উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও পৌরসভার মেয়র, বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিভাগের আওতাধীন জেলাসমূহের শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কৃষি-মৎস্য বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব, সমাজকর্মী, বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় নেতা, এনজিও কর্মী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধি, বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ, ব্যবসায়ী / চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর প্রতিনিধি (নারী উদ্যোক্তা ও নবীন উদ্যোক্তাসহ), বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধি ইত্যাদি।

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর-এ ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে রংপুর বিভাগের কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব জুয়েনা আজিজ, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; সভাপতিত্ব করেন জনাব কে. এম. তারিকুল ইসলাম, বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়।

উক্ত কর্মশালায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ নিম্নরূপঃ

১. গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন ত্বরান্বিত করা।

২. হোসিয়ারি শিল্পের বিকাশে ব্যাংক লোন প্রাপ্তি সহজীকরণ করা ।

৩. কৃষক যাতে শস্য, সবজি ও ফল যেমন চাল, ভুট্টা, আলু, টমেটো, মরিচ, কলা, আম, লিচু ইত্যাদির ন্যায্যমূল্য পায় সে লক্ষ্যে রপ্তানি ও সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট ফসলের প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের বিকাশ সাধন করা।

৪. বাল্যবিবাহের অন্যতম প্রধান কারণ হলো দারিদ্র্য। দারিদ্র্য দূরীকরণে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৫. তৈরি পোশাক শিল্পে কাজ করার মতো অনেক শ্রমিক রংপুর বিভাগে রয়েছে। এই অঞ্চলে তৈরি পোষাক শিল্পপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে বিশেষ জোন হিসেবে রংপুর বিভাগকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

৬. রংপুর বিভাগে উল্লেখযোগ্য কোনো ভারী শিল্পপ্রতিষ্ঠান না থাকায় এ বিভাগের জন্য আলাদা শিল্পনীতি প্রণয়ন করা।

৭. দেশের দশটি অনুন্নত জেলার পাঁচটিই রংপুর বিভাগে অবস্থিত হওয়ায় এ বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিসিক শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠা করা।

৮. কয়েকটি রুটে ট্রানজিট হলে রংপুরের কয়েকটি এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থায় উন্নতি আসতে পারে। প্রয়োজনীয় ট্রানজিটের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।

৯. বিদেশে দক্ষকর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে জেলাভিত্তিক ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা।

১০. বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠান তৈরির উদ্যোক্তা নারীদের ব্যাংক লোনের সুযোগ বাড়ানো।

১১. জেলে ও বেদেসম্প্রদায়, সাঁওতাল, মুন্ডা, দলিত, হরিজন ইত্যাদি পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

১২. চরাঞ্চলের জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে আলাদাভাবে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যেতে পারে। হাওর উন্নয়ন বোর্ডের মতো চর উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা যায় কিনা, তা বিবেচনা করা যেতে পারে।

১৩. নদ-নদী কেন্দ্রিক পর্যটন শিল্পের বিকাশ সাধনে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

১৪. জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সমূহে স্কিল ডেভেলপমেন্ট সেন্টার স্থাপন করা।

১৫. উপজেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ চাহিদা নিরূপণ করে, সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নেওয়া।

১৬. প্রশিক্ষণ পরবর্তী ঋণপ্রাপ্তি সহজলভ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া।

কর্মশালা-৮

বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, চট্টগ্রাম-এ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে চট্টগ্রাম বিভাগের কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব জুয়েনা আজিজ, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; সভাপতিত্ব করেন জনাব এ বি এম আজাদ এনডিসি, বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। উক্ত কর্মশালায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ নিম্নরূপ:

১. সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী যেমন প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বিশেষ বরাদ্দের ব্যবস্থা রাখা।

২. উপজেলা, ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নে কমিটি গঠন করে উন্নয়নমূলক কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে এবং উক্ত গঠিত কমিটিতে নারীদের অগ্রাধিকার নিশ্চিত করা।

৩. ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের মহিলা উদ্যোক্তাদের জামানতবিহীন লোনের ব্যবস্থা করা।

৪. চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার ত্রিপুরা পাড়ায় 'আমার গ্রাম, আমার শহর' প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এই মডেলটি চট্টগ্রাম বিভাগের অন্যান্য জেলায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫. পরিকল্পিতভাবে উন্নয়ন সমন্বয়ের মাধ্যমে পার্বত্য জেলাগুলোতে ইকোট্যুরিজমের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৬. এসডিজি বাস্তবায়নে District Development Plan প্রণয়ন করে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৭. নিরাপদ নদী ও উৎপাদনশীল নদী ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৮. আবাদযোগ্য সকল কৃষি জমি চাষের আওতায় এনে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

এসডিজি এর Voluntary National Review (VNR) প্রণয়নে 'Leave no one behind' বাস্তবায়ন বিষয়ে রংপুর এবং চট্টগ্রাম বিভাগে স্থানীয় অংশীজনের সাথে মতবিনিময় শেষে গত ১ জুন ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশের ২০২০ সালের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের VNR এর খসড়া চূড়ান্তকরণের লক্ষ্যে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর বাস্তবায়ন ও পর্যালোচনা সম্পর্কিত কমিটি' এর সভা আয়োজন করা হয়। মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি) জনাব জুয়েনা আজিজ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কমিটির সদস্যবৃন্দ (সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়গণ) ছাড়াও বিশেষ আমন্ত্রণে মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো; প্রকল্প পরিচালক, এটুআই; চেয়ারম্যান, পিকেএসএফ; সভাপতি, এফবিসিসিআই; জাতিসংঘের আবাসিক প্রতিনিধি এবং সিপিডির সম্মানীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান উপস্থিত ছিলেন।

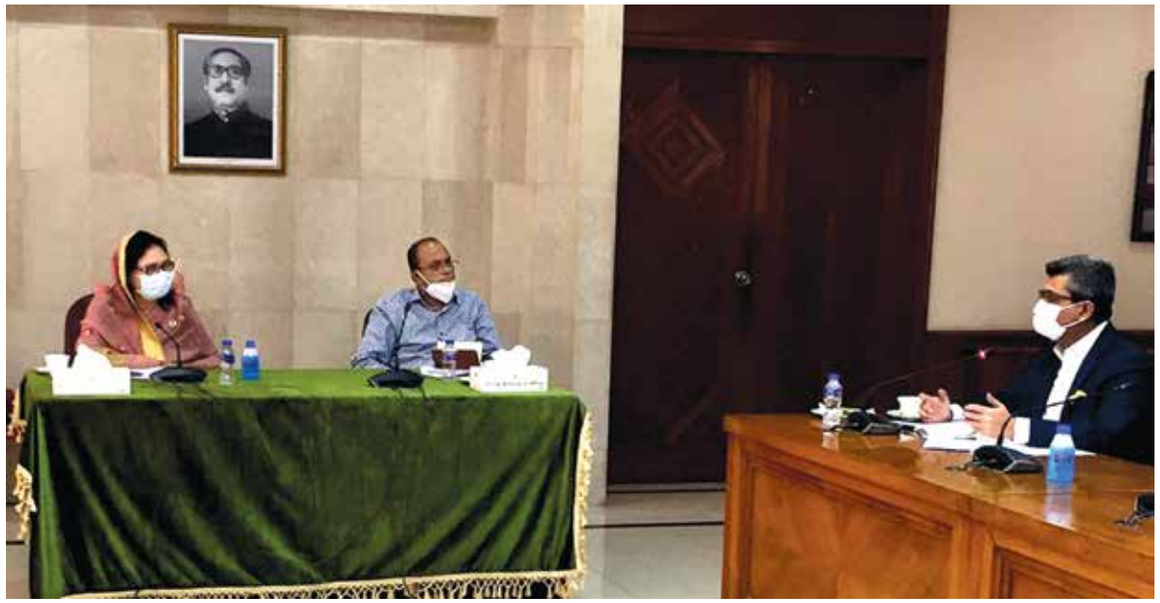

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে যুবদের অংশগ্রহণ শীর্ষক কর্মশালা

‘এসডিজি ফর দ্য ইয়ুথ, বাই দ্য ইয়ুথ’

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সাফল্য আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। উন্নয়নের এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকার জাতিসংঘ ঘোষিত ২০৩০ এজেন্ডা তথা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এবং নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নে বদ্ধপরিকর।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। 'এসডিজি ফর দ্য ইয়ুথ, বাই দ্য ইয়ুথ'-কে প্রতিপাদ্য করে এসডিজি বাস্তবায়নে যুবদের সম্পৃক্ত করা এসব কার্যক্রমেরই একটি অংশ।

জাতিসংঘ ১৫-২৪ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীকে যুব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেছে। সেইসূত্রে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী এবং তাদের সমবয়সীরা যুবদের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্বব্যাপী এই যুবরা সংখ্যায় প্রায় ১২০ কোটি।

জাতীয় যুবনীতি অনুসারে বাংলাদেশের ১৮-৩৫ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীকে যুব হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যমতে বাংলাদেশে এ বয়সীদের সংখ্যা আনুমানিক ৫ কোটি ৩০ লক্ষ।

এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। এসডিজি সম্পৃক্ত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুবদের যেমনিভাবে অংশগ্রহণ (engagement) বৃদ্ধি প্রয়োজন, এসডিজির বিভিন্ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য তেমনিভাবে তাদের কিছু সক্ষমতা বৃদ্ধি বা উন্নয়ন (development) প্রয়োজন।

কর্মসূচি-১

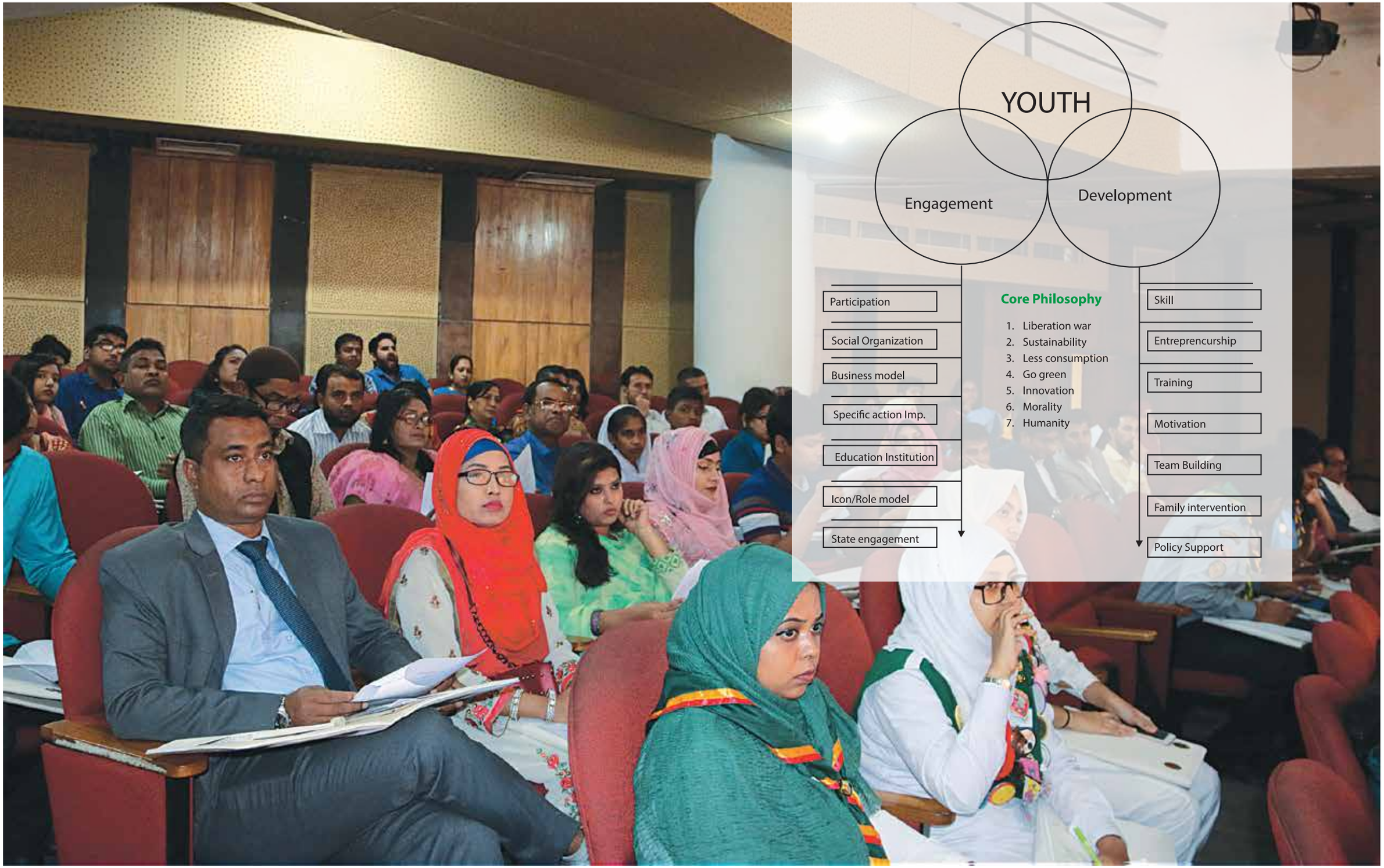
YOUTH
Engagement
Development
Participation
Social Organization
Business model
Specific action Imp.
Education Institution
Icon/Role model
State engagement
Core Philosophy
1. Liberation war
2. Sustainability
3. Less consumption
4. Go green
5. Innovation
6. Morality
7. Humanity
Skill
Entreprencurship
Training
Motivation
Team Building
Family intervention
Policy Support

এসডিজি'র সব কয়টি অভীষ্ট বাস্তবায়নে যুবগণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এর মধ্যে ৪.৩, ৪.৪, ৪.৬, ৮.৫, ৮.৬, ৮বি, ১৩বি টার্গেটসমূহ সরাসরি যুবসংশ্লিষ্ট। তাছাড়া ১ ও ২নং অভীষ্ট এবং ৩.৩, ৩.৫, ৩.৭, ৩এ, ৫.২, ৫.৩, ১০.২, ১৬.২, ১৬.৭, ৪.৪, ৫.৬, ৯সি, ১৭.৬ এবং ১৭.৮ টার্গেটসমূহে যুবদের অংশগ্রহণ করার সুযোগ অনেক বেশি।

কিছু কিছু দেশ তাঁদের নিজস্ব চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে এসডিজি-তে যুবদের কিভাবে সম্পৃক্ত করা যায়, তা নিয়ে পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে।

নিম্নের চিত্রে আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ নেপালের একটি এসডিজি বিষয়ক পরিকল্পনা উপস্থাপন করা হলো।

বাংলাদেশের নিজস্ব সম্পদ, প্রয়োজন, চাহিদা ও বাস্তবতার কথা বিবেচনায় নিয়ে কিভাবে যুবদেরকে এসডিজি বিষয়ক কাজে সম্পৃক্ত করা যায় এবং কিভাবে যুবদের উন্নয়ন করা যায়, তার একটি কম্প্রিহেনসিভ পরিকল্পনা প্রণয়নই হলো এই কর্মশালার মূল উদ্দেশ্য। আশা করা যায়, এসডিজির সাথে যুবদের সম্পৃক্ততার বিষয়টির পরিকল্পিত কৌশল প্রণয়ন করা গেলে, সার্বিকভাবে এসডিজি বাস্তবায়ন কৌশল এবং কর্মকাণ্ড নির্ধারণ বা পুনঃনির্ধারণ অধিকতর ফলপ্রসূ হবে।

এসডিজি সম্পৃক্ত উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে যুবদের অংশগ্রহণ (engagement) বৃদ্ধি এবং এসডিজির বিভিন্ন অভীষ্ট অর্জনের জন্য তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি বা উন্নয়ন (development) কল্পে প্রাথমিকভাবে যুবদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে চারটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়:

ক্রমিক	অংশগ্রহণকারী	আয়োজনকারী কর্তৃপক্ষ
১	যুব সংগঠনের সদস্যবৃন্দ	গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
২	কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দ	মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
৩	ক্রীড়া সংগঠনের সদস্যবৃন্দ	যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৪	সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যবৃন্দ	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক গত ০৬ নভেম্বর ২০১৯ তারিখ জাতীয় শিল্পকলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে যুবদের অংশগ্রহণ' শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, এমপি, মাননীয় স্পীকার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। কর্মশালাটিতে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ নজিবুর রহমান, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়; বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আসাদুজ্জামান নূর, এমপি, জনাব সাজ্জাদুল হাসান, সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং জনাব রুবানা হক, সভাপতি, বিজিএমইএ। উক্ত কর্মশালায় ৬৮টি যুব সংগঠন অংশগ্রহণ করে। উক্ত কর্মশালা হতে প্রায় ১৫০টি সুপারিশ পাওয়া যায়। উক্ত সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সকল যুব সংগঠনে এই সুপারিশগুলো প্রেরণ করে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কর্মশালা-১

সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর সভাপতিত্বে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইউ), বাংলাদেশ স্কাউটস এবং অন্য দুটি যুব সংগঠন থেকে উপযুক্ত প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি টিম গঠন করার নিমিত্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত টিম যুব সংগঠনসমূহকে সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করবে এবং কাজের সমন্বয় সাধন করবে।

যুব সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে যুবদের অংশগ্রহণ শীর্ষক' কর্মশালার ধারাবাহিকতায় গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর নির্দেশনা অনুযায়ী গত ০৭ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীবৃন্দের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, গত ২৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে ক্রীড়া সংগঠনের সদস্যবৃন্দকে নিয়ে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং গত ১২ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সদস্যবৃন্দকে নিয়ে একই ধরনের কর্মশালার আয়োজন করে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে যুবদের অংশগ্রহণ শীর্ষক কর্মশালার কিছু চিত্রঃ

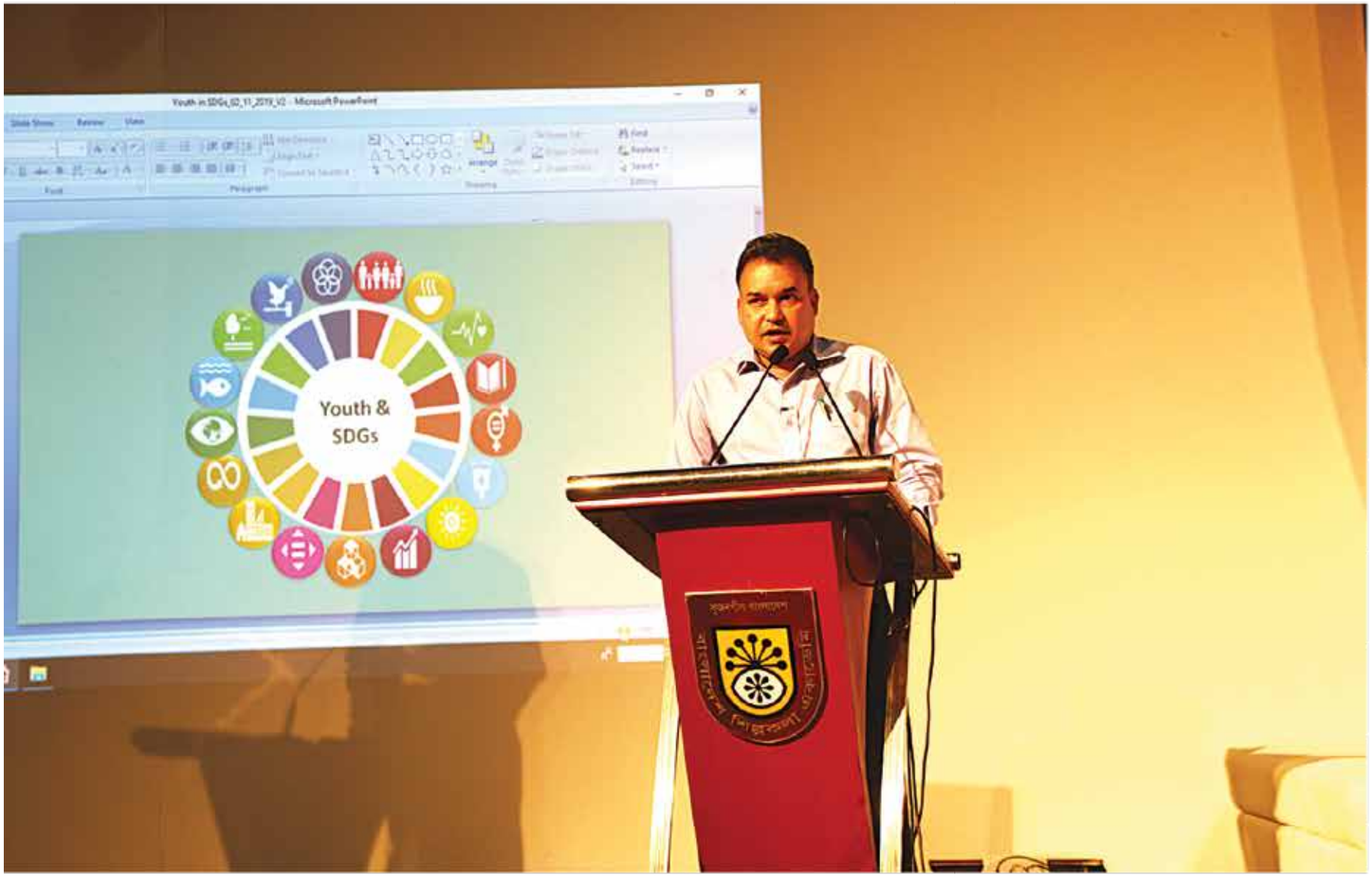

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে যুবদের অংশগ্রহণ শীর্ষক কর্মশালার কিছু চিত্রঃ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে যুবদের অংশগ্রহণ শীর্ষক কর্মশালার কিছু চিত্রঃ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বিষয়ক প্রচারণা কার্যক্রম:

টেকসই ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠনে এসডিজি বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার আওতায় এ বিষয়ক প্রচারণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর নির্দেশনায় ০৪(চার)টি ভিডিও চিত্র নির্মাণ করা হয়েছে।

ক্র: নং	শিরোনাম	প্রকৃতি	ভাষা	নির্মাণকাল
১.	GIU Documentary	তথ্যচিত্র	ইংরেজি	২০১৮-১৯
২.	স্বপ্ন জয়ের গান	গীতিচিত্র	বাংলা (ইংরেজি সাবটাইটেলসহ)	২০১৮-১৯
৩.	পানি মানে জীবন	গীতিচিত্র	বাংলা (ইংরেজি সাবটাইটেলসহ)	২০১৮-১৯
৪.	নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানি	বিজ্ঞাপন	বাংলা(ইংরেজি সাবটাইটেলসহ)	২০১৭-১৮

উক্ত ভিডিও চিত্রসমূহ গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর ওয়েব সাইট www.pmo.gov.bd-তে প্রদর্শনের জন্য উন্মুক্ত আছে।

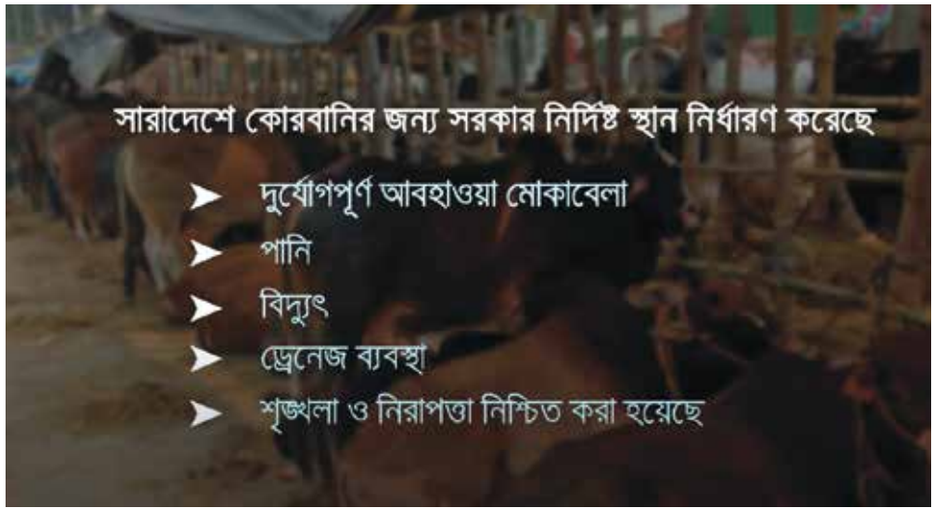

নির্ধারিত স্থানে পশু কোরবানি

ব্যয় বিবরণী

“টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের ব্যয় বিবরণী

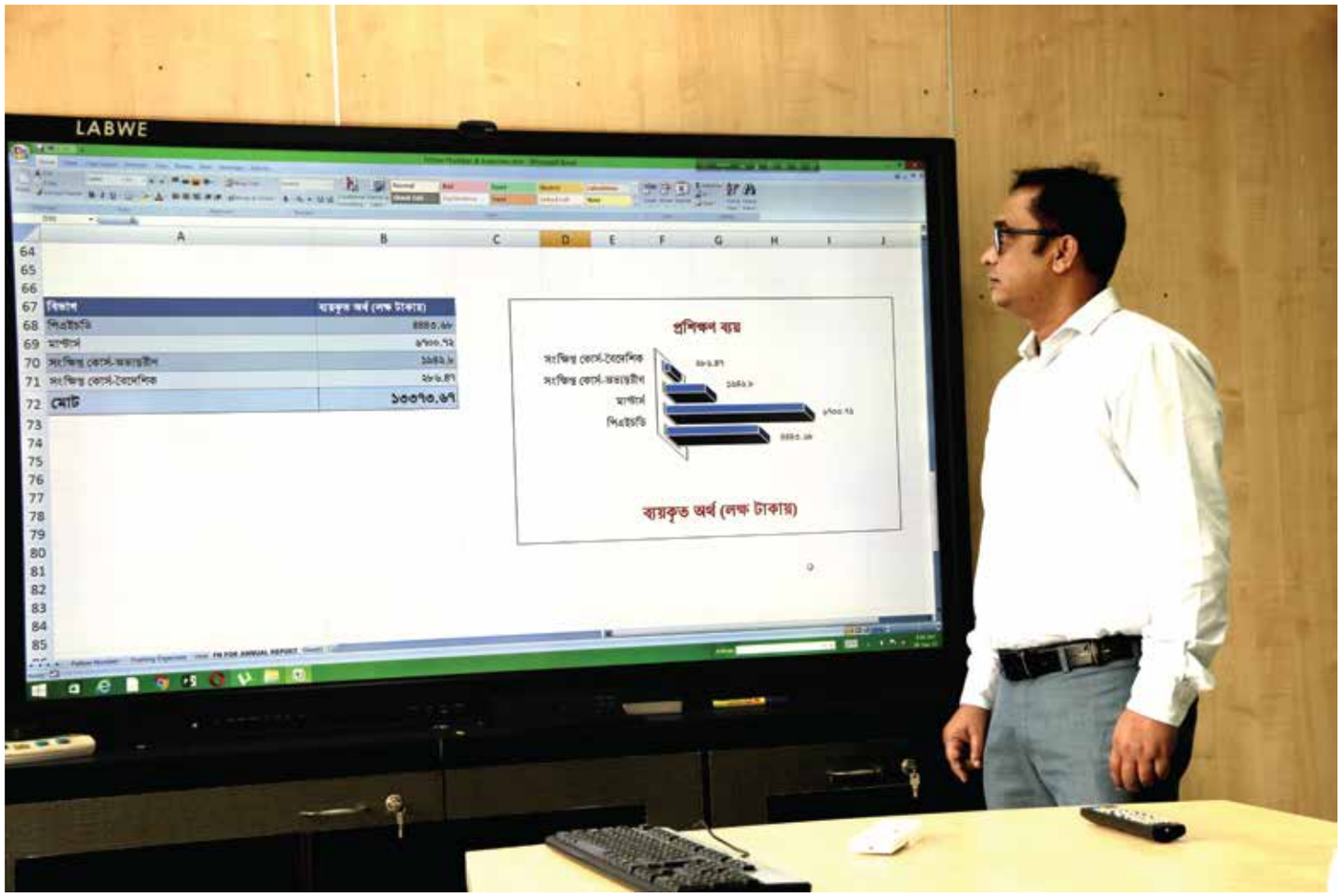

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে রাজস্ব খাতে ১১৬৬৭.০০ লক্ষ (একশত ষোল কোটি সাতষট্টি লক্ষ) এবং মূলধন খাতে ৩১ লক্ষ (একত্রিশ লক্ষ) টাকা মোট ১১৬৯৮.০০ লক্ষ (একশত ষোল কোটি আটানব্বই লক্ষ) টাকা বাজেট বরাদ্দ ছিল। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতে ১০৫০০.০০ লক্ষ (একশত পাঁচ কোটি) টাকা ও মূলধন খাতে ৩৮.০০ লক্ষ (আটত্রিশ লক্ষ) টাকা মোট ১০৫৩৮.০০ লক্ষ (একশত পাঁচ কোটি আটত্রিশ লক্ষ) টাকা বাজেট বরাদ্দ ছিল।

২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ব্যয় হয়েছে ৫৪৫২.৪১ লক্ষ (চুয়ান্ন কোটি বায়ান্ন লক্ষ একচল্লিশ হাজার) টাকা এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ব্যয় হয়েছে ৮১৫৩.৪২ লক্ষ (একাশি কোটি তিপ্পান্ন লক্ষ বিয়াল্লিশ হাজার) টাকা। সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ১৩৬০৫.৮৩ লক্ষ (একশত ছত্রিশ কোটি পাঁচ লক্ষ তিরাশি হাজার) টাকা। অগ্রগতি হয়েছে মোট বরাদ্দের প্রায় ৩৩%।

খাত	ব্যয়কৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)
প্রশিক্ষণ	১৩৩৬০.৮৮
কর্মশালা এবং সেমিনার	৭৪.২২
পরিবহন ব্যয়	৬৩.৬২
সম্মানী খাত	৪২.৬৫
মূলধন খাত	২০.৮৯
কনসালটেন্সি	২৪.৭৮
অন্যান্য	১৮.৭৯
মোট	**১৩৬০৫.৮৩**

সারণী-১: ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে খাতওয়ারী ব্যয়।

খাতওয়ারী ব্যয়ঃ

প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্ট প্রশিক্ষণ খাতে ব্যয় হয়েছে ১৩৩৭৩.৬৭ লক্ষ (একশত তেত্রিশ কোটি তিয়াত্তর লক্ষ সাতষট্টি হাজার) টাকা। যা মোট ব্যয়ের ৯৮%।
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য খাতের মধ্যে কর্মশালা এবং সেমিনার খাতে (কোড নং-৩২১১১১১) ব্যয় হয়েছে ৭৪.২২ লক্ষ (চুয়াত্তর লক্ষ বাইশ হাজার) টাকা, পরিবহন খাতে (কোড নং-৩২২১১০৬) ব্যয় হয়েছে ৬৩.৬২ লক্ষ (তেষট্টি লক্ষ বাষট্টি হাজার) টাকা, সম্মানী খাতে (কোড নং-৩২৫৭২০৬) ব্যয় হয়েছে ৪২.৬৫ লক্ষ (বিয়াল্লিশ লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার) টাকা, কনসালটেন্সি খাতে (কোড নং-৩২৫৭১০১) ব্যয় হয়েছে ২৪.৭৮ লক্ষ (চব্বিশ লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকা এবং মূলধন খাতে ব্যয় হয়েছে ২০.৮৯ লক্ষ (বিশ লক্ষ ঊননব্বই হাজার) টাকা। যা সারণী-১ ও লেখচিত্র-১ এর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

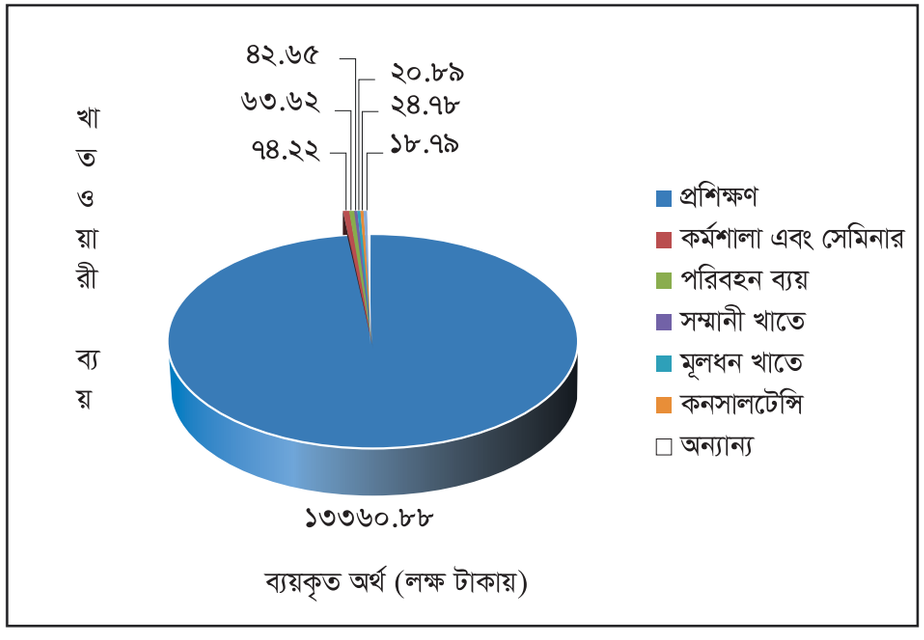

লেখচিত্র-১: ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে খাতওয়ারী ব্যয়।

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিবরণ:

উল্লিখিত প্রকল্পের প্রধান কম্পোনেন্ট প্রশিক্ষণ (কোড নং-৩২৩১৩০১) খাতে বিভিন্ন বিভাগে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। তন্মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ (মাস্টার্স, পিএইচডি প্রোগ্রাম), সংক্ষিপ্ত কোর্স-অভ্যন্তরীণ, সংক্ষিপ্ত কোর্স-বৈদেশিক উল্লেখযোগ্য। ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পিএইচডি কোর্সে ফেলোদের জন্য মোট ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ৪৫০৩.৫৬ লক্ষ (পঁয়তাল্লিশ কোটি তিন লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার) টাকা, মাস্টার্স কোর্সে ব্যয় হয়েছে ৬৭৫৫.৩৩ লক্ষ (সাতষট্টি কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ তেত্রিশ হাজার) টাকা, সংক্ষিপ্ত কোর্স (অভ্যন্তরীণ)-এ ব্যয় হয়েছে ১৮১৫.৫২ লক্ষ (আঠারো কোটি পনের লক্ষ বায়ান্ন হাজার) টাকা এবং সংক্ষিপ্ত কোর্স (বৈদেশিক)-এ ব্যয় হয়েছে ২৮৬.৪৭ লক্ষ (দুই কোটি ছিয়াশি লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার) টাকা। উক্ত ব্যয় নিম্নে সারণী-২ ও লেখচিত্র-২ এর মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

বিভাগ	ব্যয়কৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)
পিএইচডি	৪৫০৩.৫৬
মাস্টার্স	৬৭৫৫.৩৩
সংক্ষিপ্ত কোর্স-অভ্যন্তরীণ	১৮১৫.৫২
সংক্ষিপ্ত কোর্স-বৈদেশিক	২৮৬.৪৭
মোট	**১৩৩৬০.৮৮**

সারণী-২: ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ খাতে ব্যয়।

উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ প্রোগ্রামে মাস্টার্স পর্যায়ে বৃত্তি নিয়ে ১৫৭ জন এবং পিএইচডি পর্যায়ে বৃত্তি নিয়ে ৭৯ জন দেশের বাহিরে অবস্থান করছেন। সংক্ষিপ্ত কোর্স-বৈদেশিক এর আওতায় কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয় হতে ৪০ জন প্রশিক্ষণার্থী 'Action Research for SDGs Localization in Bangladesh' শীর্ষক কোর্সটি সম্পন্ন করেছেন।

সংক্ষিপ্ত কোর্স-অভ্যন্তরীণ এর আওতায় ৬টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের ২১ জন অনুষদ সদস্যকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ এবং এসকল প্রশিক্ষকের মাধ্যমে ৫টি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে ৩০ জন করে ২ বারে মোট ৩০০ জন কর্মকর্তাকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- আরপিএটিসি, চট্টগ্রাম; আরপিএটিসি, রাজশাহী; আরপিএটিসি, খুলনা; বার্ড, কুমিল্লা ও আরডিএ, বগুড়া। প্রতি জেলার সিভিল সার্জন কার্যালয় হতে ২ জন এবং প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কার্যালয় হতে ২ জন কর্মকর্তাকে নাগরিক সনদের মাধ্যমে সরকারি সেবার মান উন্নয়ন শীর্ষক প্রশিক্ষকের প্রশিক্ষণ (TOT) দেয়া হয়েছে। ৫৮টি জেলায় জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের অধীনে ও ৫৫টি জেলায় সিভিল সার্জনের অধীনে নাগরিক সনদের মাধ্যমে সরকারি সেবার মান উন্নয়নে প্রতি জেলাতে ৫০ জন করে মোট ৫৬৫০ জন প্রশিক্ষণার্থীকে সিটিজেন'স চার্টার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উপরন্তু, স্থানীয় পর্যায়ে এসডিজি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৮টি বিভাগে ১২০ জন করে ৯৬০ জন, ৬০ জেলায় ৮০ জন করে ৪৮৪০ জন এবং ৪৫২ উপজেলায় ১০০ জন করে ৪৫,২০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

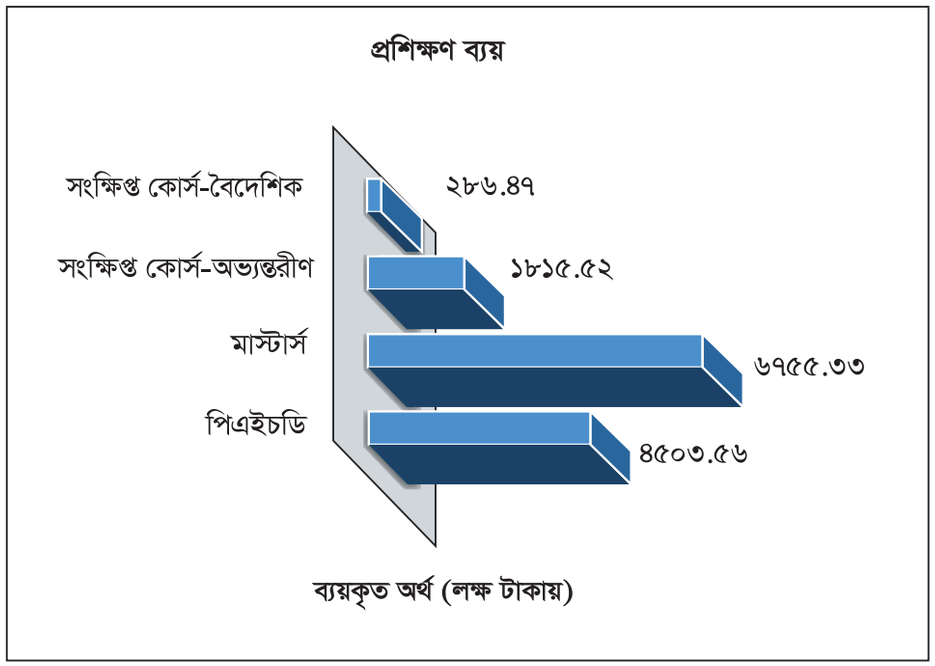

লেখচিত্র-২: ২০১৮-২০১৯ ও ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ খাতে ব্যয়।

বিভাগ	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা (জন)
মাস্টার্স	১৫৭
পিএইচডি	৭৯
সংক্ষিপ্ত কোর্স-বৈদেশিক	৪০
সংক্ষিপ্ত কোর্স-অভ্যন্তরীণ-৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	৩০০
সংক্ষিপ্ত কোর্স-অভ্যন্তরীণ-৮ টি বিভাগ	৯৬০
সংক্ষিপ্ত কোর্স-অভ্যন্তরীণ-৬০ টি জেলা	৪৮০০
সংক্ষিপ্ত কোর্স-অভ্যন্তরীণ-৪৫২ টি উপজেলা	৪৫২০০
সংক্ষিপ্ত কোর্স-অভ্যন্তরীণ-সিটিজেন'স চার্টার (TOT)	২৫৬
সংক্ষিপ্ত কোর্স-অভ্যন্তরীণ-সিটিজেন'স চার্টার	৫৬৫০
মোট	**৫৭৪৪২**

সারণী: ২০১৮-২০১৯ এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা

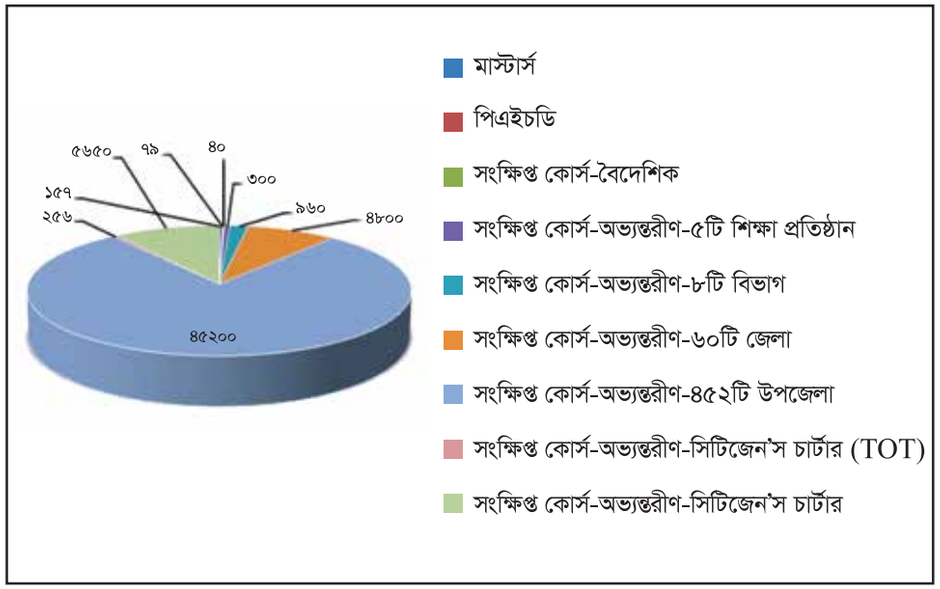

লেখচিত্র: ২০১৮-২০২০ অর্থবছরে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা।

ব্যয় বিবরণী

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর সংস্কারমূলক সুপারিশসমূহ

প্রত্যাশিত নাগরিক সেবা প্রদানে সুশাসন বিষয়ক সংস্কার এবং উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন জিআইইউ'র কর্মপরিধির অন্যতম কার্যক্রম। এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সময়ে জিআইইউ বেশকিছু সংস্কারমূলক প্রস্তাবের সুপারিশ করেছে যার মধ্যে কিছু প্রস্তাব ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। জিআইইউ কর্তৃক সংস্কারমূলক প্রস্তাব সম্বলিত সুপারিশমালা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত আছে। কিছু বাস্তবায়িত এবং সুপারিশকৃত উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

Reform Management and Policy Research (RM & PR) Unit সৃজন:

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে সরকারকে প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যথাযথ ও চাহিদাভিত্তিক সৃজনশীল কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক। এ লক্ষ্যে নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি বিশেষায়িত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ) হতে প্রতিটি মন্ত্রণালয় বা বিভাগে সংস্কার ব্যবস্থাপনা ইউনিট Reform Management Unit (RMU) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সংস্কার ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি মন্ত্রণালয়/ বিভাগে সৃষ্টিশীল (Creative) ও উদ্ভাবনী (Innovative) এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রম চিহ্নিতকরণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং পরিবর্তনের এজেন্ট (Change Agent) হিসেবে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা।

RMU গঠনের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত অনুমোদন গ্রহণক্রমে জিআইইউ হতে ১৪ মার্চ ২০১৭ তারিখের ১০৪ নং স্মারকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়। জিআইইউ এর প্রস্তাবের আলোকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ০৯ এপ্রিল ২০১৮ তারিখের ৪৫ নং স্মারকে Policy Research Unit গঠনের চলমান উদ্যোগকে একীভূত করে Reform Management and Policy Research (RM &PR) Unit সৃজন সংক্রান্ত পরিপত্র জারি করে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৬ জুলাই ২০১৯ তারিখের ১৫১ নং স্মারকের পরিপত্র অনুসারে A এবং B ও C ক্যাটাগরির মন্ত্রণালয়/ বিভাগের RM & PR Unit এর প্রমিত পদবিন্যাস নিম্নরূপঃ

১) A ক্যাটাগরির মন্ত্রণালয়/ বিভাগের RM & PR Unit

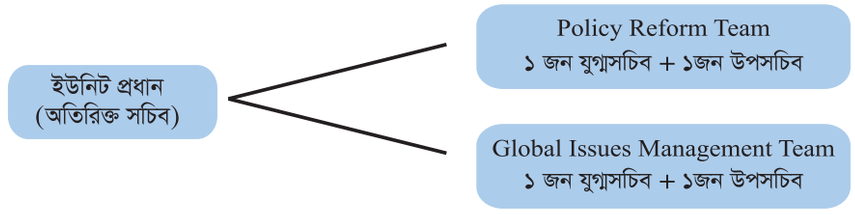

২) B ও C ক্যাটাগরির মন্ত্রণালয়/ বিভাগের RM & PR Unit

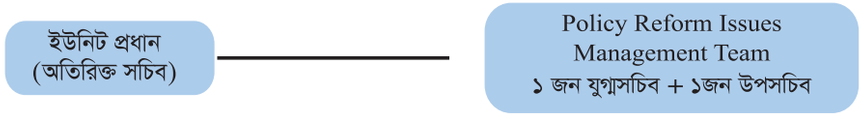

সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য শিক্ষা ভাতার বয়স বৃদ্ধি করা:

পূর্বে সরকারি কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য ২১ বছর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা ভাতা প্রদানের বিধান ছিল। সেশনজটসহ নানাবিধ কারণে বাস্তব ক্ষেত্রে ২১ বছর বয়সের মধ্যে কারো শিক্ষাজীবন শেষ হয় না। সরকারি কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য ২১ বছর বয়সের পরিবর্তে ২৫ বছর পর্যন্ত শিক্ষা ভাতা প্রদান করা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে গত ২৩/১০/২০১৬ তারিখের ০৩.০৯২.০১৬.০০০০.০৩৪.২০১৪-৫৯৮ নং স্মারকে জিআইইউ কর্তৃক অর্থ বিভাগকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে অনুরোধ জানানো হয়।

৩১ জানুয়ারি ২০১৮ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেটে সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষা সহায়ক ভাতার প্রাপ্যতা ২৩ (তেইশ) বৎসর নির্ধারণ করা হয়েছে।

কর্মকর্তাদের প্রাধিকারমতে প্রাপ্য ইন্টারনেট বিল বেতনের সাথে প্রদান:

সরকারি কর্মকর্তাগণ প্রাধিকার অনুযায়ী আবাসিক টেলিফোন বিল পান। বর্তমানে আবাসিক টেলিফোন বরাদ্দ থেকে ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহৃত বিটিসিএল এর ইন্টারনেট ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) বিল প্রদান করা যায়। অন্য কোন কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান হতে ইন্টারনেট ক্রয় করা হলে আবাসিক বরাদ্দ থেকে বিল প্রদান করা যায় না। ADSL এর প্রদত্ত সেবার মান কাঙ্খিত না হওয়াতে অধিকাংশ কর্মকর্তা ব্যবহারে আগ্রহী হন না। ফলশ্রুতিতে তারা ব্যক্তিগত ব্যয়ে ইন্টারনেট ব্যবহারে বাধ্য হন।

একদিকে তারা সরকারের প্রয়োজনে ব্যক্তিগত ব্যয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করেন, অন্যদিকে সরকারি কর্মকর্তাদের সার্বক্ষণিক টেলিযোগাযোগের আওতায় রাখার জন্য সরকারি বরাদ্দ অব্যয়িত থাকে। এ কারণে মোবাইল বিলের মত ইন্টারনেটের বা টেলিফোনের বিল বেতনের সাথে নগদে উত্তোলনের ব্যবস্থা রাখা এবং ইন্টারনেট ও আবাসিক ল্যান্ড টেলিফোন বিল প্রদানের দায়িত্ব ব্যবহারকারী কর্মকর্তাগণকে প্রদান করা হলে সরকারি অফিস প্রচুর সংখ্যক বিল প্রদান, হিসাব রাখা থেকে মুক্তি পাওয়ার পাশাপাশি কর্মকর্তাগণ পছন্দ অনুসারে ইন্টারনেট ব্যবহার করে সরকারি সেবার মান অধিকতর উন্নত করতে সক্ষম হবে। প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অর্থ বিভাগের নিকট প্রেরণ করা হয়।

অর্থ বিভাগের ২২ জুলাই ২০১৮ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৭৩.২২.০৪৬.১৪-৬২ নং স্মারকের পরিপত্রে "জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ০৪ জুন, ২০১৮ তারিখের ০৫.০০.০০০০. ১১১.১০.০১০.০৫৪-৩৪৪ নং স্মারকে জারিকৃত, 'সরকারি টেলিফোন, সেলুলার, ফ্যাক্স ও ইন্টারনেট নীতিমালা, ২০১৮" এর ২য় পরিচ্ছেদের ১৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত প্রাধিকার অনুযায়ী ইন্টারনেটসহ মাসিক আবাসিক টেলিফোন ভাতা নগদায়নে ইচ্ছুক কর্মচারীগণ তাদের মাসিক বেতন বিলের সাথে এ ভাতা উত্তোলন করতে পারবেন" মর্মে নির্দেশনা দিয়েছে।

২য় ও ৩য় শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নঃ

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন, প্রতিস্বাক্ষর ও সংরক্ষণ সংক্রান্ত অনুশাসনে শুধুমাত্র ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাদের বিষয়ে বলা হলেও ২য় ও ৩য় শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বিষয়ে কিছু উল্লেখ নেই বিধায় তাদের জন্য একটি গোপনীয় প্রতিবেদন বিষয়ক নীতিমালা প্রয়োজন। বিষয়টি পরীক্ষান্তে একটি অনুশাসন/ সার্কুলার/ নীতিমালা জারির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিনিয়র সচিব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করে গত ১২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে ০৩.০৯২.০১৬.০০.০০.০৩৪ অংশ-২, ২০১৪ -২৩৩ নং পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।

এই প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে ১৬তম গ্রেড হতে ১০ম গ্রেডভুক্ত তথা পূর্বতন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের গোপনীয় অনুবেদন বিষয়ক অনুশাসনমালা ১৩ নভেম্বর ২০১৬ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১০২.২২.০০১.১৬-৬৫ নং স্মারকে জারি করে ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৭ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৯৭. ০৫.০০১.১৭-২০ নং স্মারকে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক জিআইইউকে অবহিত করা হয়ছে।

সরকারি বিভিন্ন ফরমে "পিতা/ স্বামীর" নাম পরিবর্তন করে দু'টি পৃথক পরিচয় (Identity) কলাম প্রবর্তনঃ

সরকারি বিভিন্ন ফরমের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, আবেদনকারীকে নাম, ঠিকানা, পিতার নামসহ বিভিন্ন তথ্য পেরণ করতে হয়। কোন কোন ফরমে দেখা যায়, "পিতা/ স্বামীর নাম" পূরণের একটি অংশ থাকে। জন্মদাতা পিতা এবং স্বামী একে অন্যের পরিপূরক হতে পারে না। পিতা/ স্বামীর নাম থাকার কারণে একজন বিবাহিত মহিলা স্বামীর নাম লিখলে পিতার কোন অস্তিত্ব থাকে না আবার পিতার নাম লিখলে স্বামীর নাম থাকে না। অন্যদিকে স্বামীর নামের একটি অংশ বর্তমান ফরমসমূহে থাকলেও স্ত্রীর নামের কোন কলাম নেই। এটি একটি সুস্পষ্ট জেন্ডার বৈষম্য। এ কারণে প্রচলিত ফরমসমূহে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পরিচয়সূচক (Identity) হিসেবে আনা প্রয়োজন।

নমুনা ফরম

আবেদনকারীর নাম .....

পিতার নাম .....

মাতার নাম .....

স্বামী/ স্ত্রীর নাম .....

সরকারি ফরমসমূহে আবেদনকারীর নামের সহিত প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পিতার নাম, মাতার নাম এবং স্বামী/ স্ত্রীর নাম সংযোজনের লক্ষ্যে প্রস্তাবটি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা, আপত্তি ও হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দায়বদ্ধতাঃ

সরকারি ট্রেজারি থেকে বিল উত্তোলনের ক্ষেত্রে একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা আইন ও বিধি-বিধানের আলোকে বিলের সঠিকতা যথাযথভাবে পরীক্ষা করেন। সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান বিষয়ে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পেশাগতভাবে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ বিধায় হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার প্রাক-নিরীক্ষা (Pre-audit) ছাড়া বিল উত্তোলন করা হয় না। সুতরাং বিধিবহির্ভূত বা অনিয়মিত কোন ব্যয়ের বিপরীতে আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা কর্তৃক সরকারি ট্রেজারি থেকে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ নেই। পরবর্তীতে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রাক-নিরীক্ষাকৃত বিলের উপর নিরীক্ষা আপত্তি হলে কেবল আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা/ বিল উত্তোলনকারী কর্মকর্তাকে দায়ী করা হয়। অথচ প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও তাদের কার্যালয়ের যে সকল নিরীক্ষকগণ দাখিলকৃত বিল প্রাক-নিরীক্ষা করেছিলেন, তাদের কোনরকম জবাবদিহি করা হয় না। পরবর্তী সময়ে নিরীক্ষা আপত্তির বেলায় প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/ নিরীক্ষকদের দায়বদ্ধতা না থাকায় প্রাক-নিরীক্ষা (Pre-audit) কার্যক্রমে তারা শিথিলতা দেখাতে পারেন। নিরীক্ষা আপত্তির জন্য আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা/ বিল উত্তোলনকারী কর্মকর্তার ন্যায় তাদেরকে আংশিক দায়বদ্ধ করা হলে তারা প্রাক-নিরীক্ষা (Pre-audit) কার্যক্রমে আরো সচেতন হবেন। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দায়ভার থাকলে নিরীক্ষা আপত্তির সংখ্যাও কমে যাবে। এই লক্ষ্যে হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার দায়দায়িত্ব নির্ধারণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে প্রস্তাবটি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

বর্তমান জাতীয় বেতন স্কেল এবং পূর্ববর্তী বেতন স্কেল অনুসারে সমগ্রেডভুক্ত অবসর গ্রহণকারীগণের প্রাপ্য মাসিক নীট পেনশন বৈষম্য দূর করে সমতা আনয়নঃ

নতুন জাতীয় বেতন স্কেল ঘোষণার পর পূর্বের বেতন স্কেল এবং নতুন বেতন স্কেল অনুসারে সমগ্রেডভুক্ত অবসরপ্রাপ্তদের মধ্যে মাসিক নীট পেনশনে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। এই বৈষম্য দূরীকরণ বা কমানোর জন্য জাতীয় বেতন স্কেলের ঘোষণায় অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের বয়সের ভিত্তিতে ২টি ক্যাটাগরিতে ভাগ করে ৬৫ বছরের কম বয়স পর্যন্ত অবসরগ্রহণকারীদের সর্বশেষ গৃহীত পেনশন শতকরা ৪০ ভাগ এবং ৬৫ বা তদূর্ধ্ব বয়সের অবসরগ্রহণকারীদের সর্বশেষ গৃহীত পেনশন শতকরা ৫০ ভাগ হারে বৃদ্ধি করা হয়। এতদসত্বেও বর্তমান জাতীয় বেতন স্কেল এবং পূর্ববর্তী বেতন স্কেল অনুসারে সমগ্রেডভুক্ত অবসর গ্রহণকারীগণের প্রাপ্য মাসিক নীট পেনশন বৈষম্য অদ্যাবধি বিদ্যমান।

একই সময়ে সমগ্রেডভুক্ত অবসর গ্রহণকারীগণের জীবনযাত্রার ব্যয় একই রকম বিধায় পূর্বের বেতন স্কেল এবং নতুন বেতন স্কেল অনুসারে সমগ্রেডভুক্ত অবসরপ্রাপ্তদের একই সময়ে প্রাপ্য মাসিক পেনশন সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া যুক্তিযুক্ত। এই লক্ষ্যে সকল অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাসিক পেনশনে সমতা আনয়নের লক্ষ্যে সমগ্রেডভুক্ত সরকারি অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সর্বশেষ উত্তোলিত মূল বেতনকে বর্তমান জাতীয় বেতন স্কেলের সমতুল্য মূল বেতনের প্রাপ্যতায় মাসিক পেনশন নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রস্তাবটি প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের ১২৮ নং স্মারকে অর্থ মন্ত্রণালয় ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

ট্রেনে যাত্রী উঠা নামার ক্ষেত্রে অধিকতর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ:

অধিকাংশ স্টেশনে প্লাটফর্ম থেকে খাড়া সিঁড়ির ২/৩ ধাপ বেয়ে ট্রেনে উঠতে বা নামতে হয়। যাত্রীদের দৈহিক কষ্ট ছাড়াও এতে যাত্রীদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। ফলে যাত্রাকাল দীর্ঘায়িত হয় এবং রেল সেবা বিঘ্নিত হয়। ট্রেনের বগির সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্টেশনের প্লাটফর্মগুলো উঁচু করা হলে যাত্রীদের উঠানামা কিছুটা আরামদায়ক হবে। কিন্তু সকল স্টেশনের প্লাটফরম উঁচুকরণ অত্যন্ত ব্যয়বহুল হবে বিবেচনায় ট্রেনে অটোমেটিক/ ম্যানুয়াল সিঁড়ি স্থাপন করা হলে যাত্রীদের উঠানামার জন্য সময় কম লাগবে এবং নিরাপদে ট্রেনে উঠা ও নামা সম্ভব হবে। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে প্রস্তাবটির কার্যকারিতা যাচাইপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের ১৩০নং স্মারকে বাংলাদেশ রেলওয়ে বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে।

খাস পুকুরের ছবিসহ তালিকা প্রস্তুতকরণ:

সরকারি পুকুর লিজ প্রদানের ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যায়, লিজ গ্রহীতা টেন্ডার প্রাপ্তির পর অভিযোগ করেন পুকুরে পানি নাই কিংবা পুকুর পাড় নির্ধারণ করা নাই। এছাড়াও প্রায়শই সদ্য যোগদানকৃত সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর পক্ষে সকল খাস পুকুর পরিদর্শন করা সম্ভব হয় না। ফলশ্রুতিতে খাস পুকুর রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে পুকুর নির্বাচন কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয় না। অথচ মৌজাভিত্তিক খাস পুকুরের ছবিসহ হালনাগাদ তালিকা উপজেলা ভূমি অফিসে সংরক্ষণ করা হলে খাস পুকুর লিজ প্রদান এবং পুকুর রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম সহজ হবে। এর মাধ্যমে জাতীয় সম্পদের সুরক্ষাসহ রাজস্ব আদায় কার্যক্রম গতিশীল হবে। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের ১৩১ নং স্মারকে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

বেপজার আওতাধীন ইপিজেড সমূহে পরিবার পরিকল্পনা ইউনিট চালুকরণ:

বাংলাদেশের আটটি সরকারি ইপিজেডে প্রায় পাঁচ লক্ষাধিক শ্রমিক সপ্তাহে ৬ দিন সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত কর্মরত থাকেন। ফলে স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে গিয়ে পরিবার পরিকল্পনা পরামর্শ গ্রহণের সময় বা সুযোগ শ্রমিকের থাকে না অথচ ইপিজেডে দুইজন পরিবার পরিকল্পনা কর্মী (একজন পুরুষ ও একজন মহিলা) এর মাধ্যমে একটি পরিবার পরিকল্পনা ইউনিট সপ্তাহে অন্তত দুই দিন চালু রাখা হলে শ্রমিকরা সহজেই পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণ করে উপকৃত হবেন। পরিবার পরিকল্পনা ইউনিট চালুর লক্ষ্যে বেপজা প্রতিটি ইপিজেডে একটি কক্ষ নির্ধারণসহ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে প্রস্তাবটির কার্যকারিতা বিষয়ে মতামত প্রদানের জন্য গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিটের ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখের ১৩২নং স্মারকে পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগকে অবহিত করা হয়েছে।

Emergency Response Team গঠন:

অগ্নি দুর্ঘটনা, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বৈদ্যুতিক গোলযোগ প্রভৃতি দুর্যোগ মোকাবেলার লক্ষ্যে প্রতিটি দপ্তরে Emergency Response Team গঠন করা যেতে পারে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে Emergency Response Team কে তাৎক্ষণিক সেবা প্রদানে দক্ষ করে গড়ে তোলা হলে সুসংগঠিত উপায়ে যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলা করা সম্ভব হবে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে বিভিন্ন শিল্প/ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ বিবরণী:

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিসহ অন্যান্য নানাবিধ শিল্প/ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ দেশের শ্রমশক্তির একটি বড় অংশ এসকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সরাসরি জড়িত। কর্মীদের জন্য নিরাপদ কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা, তাঁদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা, কর্মস্থলে স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক সুবিধাদি প্রদান করা এসকল প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব যা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট এর ৮নং অভীষ্ট 'সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন' এর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ৮ নং অভীষ্ট অর্জনে শিল্প/ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান মালিকদের বর্তমান সক্ষমতা ও ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণে গত ১ জুলাই ২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর আয়োজনে The Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) এর সদস্যদের নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় প্রাপ্ত এবং তদপরবর্তী FBCCI এর সাথে জিআইইউ এর আলোচনার প্রেক্ষিতে FBCCI এর অন্তর্ভুক্ত শিল্প/ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন বিষয়ক প্রশ্নমালা প্রবর্তন করা হয়। আশা করা যায়, উক্ত প্রশ্নমালার প্রেক্ষিতে শিল্প/ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে নিজেদের বর্তমান অবস্থা ও অবস্থান এবং ভবিষ্যৎ করণীয় নির্ধারণে সমর্থ হবে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ প্রশ্নমালা:

শিল্প প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা:
টেলিফোন ও ই-মেইল নম্বর:
যোগাযোগকারীর নাম ও ফোন নম্বর:

১। প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকৃত খাত (এসডিজি সূচক ৮.৩):
২। প্রতিষ্ঠানের মোট জনশক্তি (এসডিজি সূচক ৮.৩, ৮.৭):
   (ক) পুরুষ:
   (খ) মহিলা:
   (গ) পুরুষ ও মহিলা কর্মীর অনুপাত:
   (ঘ) কর্মীদের গড় বয়স:

৩। দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটি কোন সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক (সিএসআর) কার্যক্রম করছে কিনা (এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১,২,৩,৪ ও ৬)?
   হ্যাঁ/না।

যদি গ্রহণ করে থাকে তাহলে কি ধরনের কার্যক্রম:

* দারিদ্র্য বিমোচন (এসডিজি সূচক ১.৩, ২.১)
* শিক্ষা বিস্তার (এসডিজি সূচক ৪.৪)
* স্বাস্থ্য উন্নয়ন (এসডিজি সূচক ৩.৩)
* পরিবেশ উন্নয়ন (এসডিজি সূচক ১৩.৩)
* স্যানিটেশন (এসডিজি সূচক ৬.খ)

৪। প্রতিষ্ঠানে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং নিজস্ব কর্মীদের জন্য কোন দক্ষতা উন্নয়নমূলক/ প্রশিক্ষণমূলক কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা (এসডিজি সূচক ৮.২)?
হ্যাঁ/না।

যদি গ্রহণ করে থাকে তাহলে কি ধরনের কার্যক্রম:

৫। প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামূলক (যেমন- অবসর ভাতা, শারীরিক অক্ষমতা ভাতা ইত্যাদি) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? (এসডিজি সূচক ৮.৫, ৮.৮)?
হ্যাঁ/না।

যদি গ্রহণ করে থাকে তাহলে কি ধরনের কার্যক্রম:

৬। প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য কল্যাণমূলক সুবিধাদি সংক্রান্ত (যেমন- ডে-কেয়ার, পোশাক বদল কক্ষ, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক ওয়াশরুম, স্বল্পমূল্যে টিফিন, বিশুদ্ধ পানীয় ইত্যাদি) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? (এসডিজি সূচক ৮.৫, ৮.৮)?
হ্যাঁ/না।

যদি গ্রহণ করে থাকে তাহলে কি ধরনের কার্যক্রম:

৭। কর্মীদের জন্য নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জন্য কার্যক্রম (যেমন- বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা, অগ্নি নিরাপত্তা, ক্ষতিকর রাসায়নিক বর্জ্য স্থানান্তর নিরাপত্তা ইত্যাদি) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? (এসডিজি সূচক ৮.৫, ৮.৮)?
হ্যাঁ/না।

যদি গ্রহণ করে থাকে তাহলে কি ধরনের কার্যক্রম:

৮। শোভন কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্মী ও কর্মীদের পরিজনদের জন্য স্বল্পমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম (যেমন- ফ্রি ফ্রাইডে ক্লিনিক, সার্বক্ষণিক চিকিৎসক ইত্যাদি) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? (এসডিজি সূচক ৮.৫, ৮.৮)?
হ্যাঁ/না।

যদি গ্রহণ করে থাকে তাহলে কি ধরনের কার্যক্রম:

৯। প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও উদ্ভাবনী সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? (এসডিজি সূচক ৯.৫)?
হ্যাঁ/না।
যদি গ্রহণ করে থাকে তাহলে কি ধরনের কার্যক্রম:

১০। নিরাপদ পরিবেশের স্বার্থে বর্জ্য ব্যবস্থপনা (যেমন-ইটিপি স্থাপন বা অন্যান্য) সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? (এসডিজি সূচক ১১.৬)?
হ্যাঁ/না।

যদি গ্রহণ করে থাকে তাহলে কি ধরনের কার্যক্রম:

১১। পরিবেশের স্বার্থে গ্রীন ফ্যাক্টরী স্থাপন বা রুফটপ গার্ডেনিং বা অন্যান্য কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা? (এসডিজি সূচক ১১.৭, ১৩.৩)?
হ্যাঁ/না।
যদি গ্রহণ করে থাকে তাহলে কি ধরনের কার্যক্রম:

১২। আপনার প্রতিষ্ঠান পণ্যের গুণগত মান বা প্রতিষ্ঠানের কর্ম-পরিবেশ সংক্রান্ত কোন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি বা সনদ অর্জন করেছে কিনা?
হ্যাঁ/না।
যদি অর্জন করে থাকে তাহলে কি ধরনের স্বীকৃতি:

১৩। এসডিজি অর্জনে আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে কি ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন ঃ

সংস্কারমূলক সুপারিশসমূহ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্ভাবনী উদ্যোগের সাথে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সমন্বয়ঃ

বাঙালি জাতি হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার জন্য যখন জাতির পিতা বৈপ্লবিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন, ঠিক তখন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তে তাঁকে স্বপরিবারে হত্যা করা হয়। তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং আদর্শের উপর আঘাত আসে। বাংলাদেশ পরিণত হয় একটি লক্ষ্যহীন এবং গন্তব্যহীন দেশে। বারবার সামরিক শাসন, সামরিক শাসকদের সৃষ্ট রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ বিরুদ্ধ শক্তির পুনর্বাসন ঘটে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতীক হিসেবে রাজনীতিতে আবির্ভূত হন। দীর্ঘ সামরিক এবং স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তাঁর প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল, 'ভোট ও ভাতের অধিকার' প্রতিষ্ঠা করা। গণআন্দোলনের মাধ্যমে স্বৈরাচারী সরকারের পতনের পরে ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে স্বৈরাচারী শাসন চলতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ এর লক্ষ্যে তাঁর ভিশন/ রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা করেন যার মূল লক্ষ্য হলো ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ।

এই প্রথম বারের মত একটি লক্ষ্যহীন এবং গন্তব্যহীন জাতির জন্য একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারিত হল। শুধু লক্ষ্য নির্ধারণই নয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাভিত্তিক এই ভিশন একটি সময়াবদ্ধ সুসমন্বিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য শুরু হল ব্যাপক কর্মযজ্ঞ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বে লক্ষ্যভ্রষ্ট বাংলাদেশ পেল সঠিক পথের ঠিকানা। তাঁরই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় পুরো সরকারি ব্যবস্থায় ও সেবা প্রদানের মানসিকতায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়।

তিনি ঘোষণা করেন, সরকারি সেবা পৌঁছে দিতে হবে জনগণের দোর গোড়ায়, ঘরে ঘরে পৌঁছাবে বিদ্যুৎ, প্রতিটি বাড়ি হবে একটি খামার, বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ, আশ্রয়হীন মানুষ পাবে আশ্রয়, সর্বক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়ন ঘটবে, সামগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে, বৃদ্ধি পাবে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়। সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ হয়ে উঠবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের সাফল্য সন্দেহাতীতভাবে প্রশংসনীয়। 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনে অনন্য সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায়ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। শুধু দক্ষিণ এশিয়ায় নয়, পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন আমাদের অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করছে পার্শ্ববর্তী অনেক দেশ।

এরই ধারাবাহিকতায়, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে ১০টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ হল:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ উদ্যোগসমূহের সফল বাস্তবায়ন সম্ভব হলে, বাস্তবিক অর্থেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা তথা টেকসই উন্নয়নে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টগুলোর সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগসমূহের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। উদ্যোগসমূহের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টগুলোর সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী উদ্যোগের সম্পর্ক চিত্র:

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টগুলোর সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী উদ্যোগের সম্পর্ক চিত্র নিম্নের ছকে ব্যাখ্যা করা হলো:

ক্রঃ	উদ্ভাবনী উদ্যোগ	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নম্বর
১	নারীর ক্ষমতায়ন	Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls
২	আশ্রয়ণ প্রকল্প	Goal 11. Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable
৩	শিক্ষা সহায়তা কর্মসূচি	Goal 4. Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all
৪	আমার বাড়ি আমার খামার	Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
		Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns
৫	ডিজিটাল বাংলাদেশ	Goal 16. Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels
		Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development
৬	কমিউনিটি ক্লিনিক ও শিশু বিকাশ	Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages
৭	বিনিয়োগ বিকাশ	Goal 1. End poverty in all its forms everywhere

ক্রঃ	উদ্ভাবনী উদ্যোগ	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট নম্বর
		Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all
		Goal 9. Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation
		Goal 17. Strengthen the means of implementation and revitalize the Global Partnership for Sustainable Development
৮	পরিবেশ সুরক্ষা	Goal 6. Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all
		Goal 13. Take urgent action to combat climate change and its impacts
		Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development
		Goal 15. Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss
৯	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	Goal 1. End poverty in all its forms everywhere
		Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture
		Goal 10. Reduce inequality within and among countries
১০	ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ	Goal 7. Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

সংস্কারমূলক সুশাসনসমূহ

বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার এর শিক্ষানবিস কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ চাহিদা:

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের জিআইইউ কর্তৃক পরিচালিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্প এর কম্পোনেন্ট-২ হলো এসডিজি এর অভীষ্ট অর্জনের জন্য সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উদ্যোগসমূহের ফলপ্রসূ বাস্তবায়ন। কম্পোনেন্ট-২ এর কার্যক্রম-২ হলো চিহ্নিত প্রয়োজন ও বাস্তবতার নিরিখে সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ। উক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব মহোদয়ের সদয় অভিপ্রায় অনুযায়ী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সমূহে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার এর শিক্ষানবিস কর্মকর্তাদের কোন কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণের চাহিদা রয়েছে, তা ই-মেইল মারফত জেলা প্রশাসক মহোদয়গণের মাধ্যমে কর্মকর্তাগণের নিকট জানতে চাওয়া হয়েছিল। এর প্রেক্ষিতে তারা ফিরতি ই-মেইলে প্রশিক্ষণ চাহিদাগুলো প্রেরণ করেন। নিম্নে ছকের মাধ্যমে চাহিদাসমূহ ক্লাস্টারভিত্তিক উপস্থাপন করা হলো:

ক্লাস্টার	উপক্লাস্টার	প্রশিক্ষণ চাহিদা	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা (%)
ফিন্যান্স ও অর্থনীতি		পাবলিক প্রকিউরমেন্ট	৯০
		পাবলিক ফিন্যান্স	৮০
		অর্থনীতি	৭৮
		কৃষি ও শিল্পায়ন	২
		কাস্টমস ও ট্যাক্স	২
		ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট	২
		আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও বাণিজ্য	২
		বাজার অর্থনীতি	২
		তৈরি পোশাক শিল্প	২
আইন ও প্রশাসন	রাজস্ব	ভূমি ব্যবস্থাপনা	৮৮
		ই-ল্যান্ড	৫
		বিভিন্ন দেশে ভূমি ব্যবস্থাপনা	২
		পার্বত্য জেলাগুলোর ভূমি ব্যবস্থাপনা	২
		রেকর্ড রুম ম্যানুয়াল ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনা	২
	সাধারণ	আইন ও প্রশাসন	৮৫
		ম্যানারস ও এটিকেট	৬৬
		সার্ভিস রুলস	৬৩
		ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স	৪৯

ক্লাস্টার	উপক্লাস্টার	প্রশিক্ষণ চাহিদা	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা (%)
আইন ও প্রশাসন	সাধারণ	ফ্লাগ রুলস	৩৭
		প্রটোকল ব্যবস্থাপনা	৭
		বার্ষিক কর্মসম্পাদনা চুক্তি (এপিএ)	৫
		নির্বাচনে দায়িত্ব পালন	৫
		রুলস অব বিজনেস ও এলোকেশন অব বিজনেস	৫
		জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলস (জিএফআর)	২
		বাংলাদেশ প্রশাসনিক সার্ভিসের ইতিহাস	২
		সচিবালয় নির্দেশমালা	২
		ওয়ার্কস্পেস বিহেভিয়ার	২
	আইন	এক্সিকিউটিভ ইনকোয়্যারি	৫
		এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেসি ও মোবাইল কোর্ট	৫
		আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা	২
		ওরিয়েন্টেশন অন ইনটেলিজেন্স, ল এন্ড সিকিউরিটি এনফোর্সিং এজেন্সিস	২
		পুলিশ রেগুলেশন	২
সুশাসন	থিওরি	পাবলিক পলিসি	৮৫
		জনপ্রশাসন	৭৩
		সরকারের গঠন সম্পর্কে ধারণা	৫১
		জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সাথে সম্পর্ক	২
		জাতি গঠনে আমলাতন্ত্রের ভূমিকা	২
	প্র্যাকটিস	সাসটেইনেবিলিটি ও এসডিজি	৭৩
		বিভিন্ন দেশে আমলাতন্ত্র	৭১
		স্থানীয় সরকার	৫
		বিএমএ ওরিয়েন্টেশন	২
		গ্রিভেন্স রিড্রেস সিস্টেম (জিআরএস)	২
		বিভিন্ন দেশে স্থানীয় সরকার	২
		জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস)	২
		বিশ্ব রাজনীতি ও সরকার	২
		সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী	২

ক্লাস্টার	উপক্লাস্টার	প্রশিক্ষণ চাহিদা	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা (%)
উন্নয়ন অধ্যয়ন	সাধারণ	প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট	৮৫
		উন্নয়ন অধ্যয়ন	৫
		উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কিত প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত প্রাথমিক ধারণা	২
		উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্যোগ গ্রহণ	২
		উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শন	২
		ডিপিপি ও পিপিপি তৈরি করা	২
ভাষা ও যোগাযোগ	ভাষা	বাংলা ভাষার দক্ষতা	৭৮
		ইংরেজি ভাষার দক্ষতা	৭৬
		তৃতীয় ভাষার দক্ষতা	৬১
	প্রযুক্তি	আইসিটি ও অফিসে এর ব্যবহারের প্রাথমিক ধারণা	৭৮
		টাইপিং, শর্ট হ্যান্ড ও মিনিট টেকিং স্কিল	৪১
		এডভান্সড আইসিটি এন্ড মোবাইল এ্যাপস মেকিং	২
		ই-ফাইলিং	২
		ই-নথি	২
ব্যবস্থাপনা	কৌশল	উপস্থাপনা	৭৩
		রিপোর্টিং ও রিপোর্ট এনালাইসিস	৫৪
		সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং	৪৬
		পলিসি নেটওয়ার্কিং	২
		পাবলিক স্পিকিং	২
	কনফ্লিক্ট	নেগোসিয়েশন	৭৩
		স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট	৬৮
		কনফ্লিক্ট ম্যানেজমেন্ট	৬১
		ফাইন্যান্সিয়াল নেগোসিয়েশন উইথ ডেভেলপমেন্ট পার্টনারস	২
	সাধারণ	প্রোগ্রাম/ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট	৭১
		অফিস ম্যানেজমেন্ট	৭
		কো-অর্ডিনেশন	২
		হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট	২

ক্লাস্টার	উপক্লাস্টার	প্রশিক্ষণ চাহিদা	মতামত প্রদানকারীর সংখ্যা (%)
		সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট	২
		ট্যুরিজম ম্যানেজমেন্ট	২
		টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট	২
রেজিলিয়েন্স		দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৭
		জলবায়ু পরিবর্তন	৫
		পরিবেশ সম্পর্কিত আলোচিত বিষয়সমূহ	৫
		চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট	২
		রিস্ক ম্যানেজমেন্ট	২
		টেরোরিজম ম্যানেজমেন্ট	২
সিদ্ধান্ত গ্রহণ		রিসার্চ মেথডোলজি	৬৩
		সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিসংখ্যান ও স্ট্যাটিসটিস্টক্যাল টুলস (stata, spss, excel, access ইত্যাদি)	৬৩
		ইনোভেশন	৫
		ডিসিশন মেকিং স্কিল	২
		প্রবলেম সলভিং স্কিল	২
		থিংকিং আউট অব দ্য বক্স	২
ব্যক্তিত্ব ও দক্ষতা		ক্যারিয়ার প্ল্যানিং	৬৬
		ইমোশনাল ইন্টিলিজেন্স	৫
		ড্রাইভিং	২
		পারসোনাল সেইফটি ও সেলফ ডিফেন্স	২
স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা		হেলথ এন্ড হাইজিন	৪৪
		ফুড এন্ড নিউট্রিশন	৪১
		ফ্যামিলি প্ল্যানিং	২

বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস প্রশাসন একাডেমি ও বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বর্তমানে প্রচলিত প্রশিক্ষণ কারিকুলামের সাথে উল্লিখিত প্রশিক্ষণ চাহিদাসমূহের সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

নিরাপদ সড়ক ও মহাসড়কসমূহের শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনা বাস্তবায়নঃ

বাংলাদেশ সরকারের ২০১৮ সালের নির্বাচনী ইশতেহারে উন্নত, দক্ষ ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যা টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের ১১নং অভীষ্ট 'অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা' এর সাথে সম্পর্কিত। এ লক্ষ্যে নিরাপদ সড়ক ও মহাসড়কসমূহের শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনা বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট ২০১৮ সালে একাধিক আলোচনা সভার আয়োজন করে। উক্ত সভাসমূহ হতে ঢাকা মহানগরীসহ দেশের ট্রাফিক ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। গত ২০ আগস্ট ২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

প্রজ্ঞাপনঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

পুরাতন সংসদ ভবন
ঢাকা

পত্র সংখ্যা: ৪৩.০০.২৬৯০.০৮২.৪৮.০০৪.১৮-৩৮৩ তারিখ: ০৫ ভাদ্র ১৪২৫ / ২০ আগস্ট ২০১৮

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা মহানগরীসহ দেশের ট্রাফিক ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে সকল কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো:

কমিটি:

১.	সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সভাপতি
২.	নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ	সদস্য
৩.	অতিরিক্ত প্রেস সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য
৪.	অতিরিক্ত সচিব (জেলা ও মাঠ প্রশাসন), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	সদস্য
৫.	অতিরিক্ত সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ	সদস্য
৭.	অতিরিক্ত সচিব, সড়ক ও মহাসড়ক বিভাগ	সদস্য
৮.	অতিরিক্ত সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯.	অতিরিক্ত সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ	সদস্য
১০.	অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১.	প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর	সদস্য
১২.	চেয়ারম্যান, বিআরটিএ	সদস্য
১৩.	চেয়ারম্যান, বিআরটিসি	সদস্য
১৪.	চেয়ারম্যান, রাজউক	সদস্য
১৫.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
১৬.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
১৭.	অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ট্রাফিক), ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ	সদস্য
১৮.	মহাপরিচালক (প্রশাসন), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য সচিব

ক) কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে
খ) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের গভর্ন্যান্স ইনোভেশন ইউনিট কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে

কমিটির কার্যপরিধি:

- নিরাপদ সড়ক ও মহাসড়কসমূহের শৃঙ্খলা নিশ্চিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান;
- ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং নিরাপদ সড়ক সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক চিহ্নিত আশু-করণীয় নির্ধারণ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;
- বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক গৃহীত স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন, শহর ও জেলা পর্যায়ে স্থানীয় ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজের বাস্তবায়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ;
- নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের (স্কাউটস, গার্লস গাইড, রেড ক্রিসেন্ট ইত্যাদি) কার্যক্রম সমন্বয়;
- নিরাপদ সড়ক ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে করণীয় অন্যান্য ইস্যু নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ;
- কমিটি কর্তৃক বিবেচ্য অন্যান্য যে কোন বিষয়।

০২। জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২০/৮/২০১৮

(মোঃ আহসান কিবরিয়া সিদ্দিকি)
পরিচালক(প্রশাসন)
☎ ঃ ৫৫০২৯৪৩৫
Email: diradmin@pmo.gov.bd

বিতরণ:
.....
.....
.....

প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত কমিটি সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে জানুয়ারি ২০১৯ সময়কালে মোট ৭টি সভার আলোচনা হতে ঢাকা মহানগরীসহ দেশের ট্রাফিক ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে বেশকিছু সুপারিশ উপস্থাপন করে যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন।

ঢাকা মহানগরীসহ দেশের ট্রাফিক ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন ও নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতকরণে উপস্থাপিত সুপারিশসমূহ:

পরিবহন ব্যবস্থাপনা:

১. ঢাকা শহরে চলমান সকল গণপরিবহনে (বিশেষত বাসে), শহরে চলাকালীন সর্বদা দরজা বন্ধ রাখা এবং বাস স্টপেজ ছাড়া যাত্রী উঠা-নামা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা।

২. গণপরিবহনে (বিশেষত বাসে) দৃশ্যমান দুটি স্থানে চালক এবং হেলপারের ছবিসহ নাম এবং চালকের লাইসেন্স নম্বর, মোবাইল নম্বর প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখা।

৩. সকল মটরসাইকেল ব্যবহারকারীকে (সর্বোচ্চ দুইজন আরোহী) বাধ্যতামূলক হেলমেট পরিধানের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সিগনালসহ সকল ট্রাফিক আইন মানতে বাধ্য করা।

৪. সকল সড়কে (বিশেষত মহাসড়কে) চলমান সকল পরিবহনে (বিশেষত দূর পাল্লার বাসে) চালক এবং যাত্রীর সীটবেল্ট ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদান এবং পরিবহনসমূহে সীটবেল্ট সংযোজনের নির্দেশনা প্রদান করা।

সড়ক ব্যবস্থাপনা:

১. ফুট ওভারব্রীজ ও আন্ডারপাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং যে সকল স্থানে ফুট ওভার ব্রীজ বা আন্ডারপাস রয়েছে সে সকল স্থানের উভয় পাশে একশ মিটারের মধ্যে রাস্তা পারাপার সম্পূর্ণ বন্ধ করতে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করা। প্রয়োজনে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নাগরিককে 'ধন্যবাদ' কিংবা 'প্রশংসাসূচক' সম্বোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

২. ফুট ওভারব্রীজ বা আন্ডারপাসসমূহে প্রয়োজনীয় পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, আন্ডারপাসসমূহে প্রয়োজনীয় লাইট, সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা এবং আন্ডারপাসের বাইরে আয়নার ব্যবস্থা করা যাতে নাগরিকগণ স্বচ্ছন্দে এবং নিরাপদে স্থাপনাসমূহ ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ হন।

৩. ঢাকা শহরের সকল সড়কে জেব্রা ক্রসিং ও রোড সাইন দৃশ্যমান করা, ফুটপাত হকারমুক্ত রাখা, অবৈধ পার্কিং এবং স্থাপনা উচ্ছেদ করা। সকল সড়কের নামফলক দৃশ্যমান স্থানে সংযোজন করা। সেই সাথে শহরের সকল আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনের অনুমোদিত পার্কিং স্থানে, গাড়ি পার্কিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং অনুমোদিত পার্কিং স্থানের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা।

৪. ঢাকা শহরের সকল সড়কের ডিভাইডারের উচ্চতা বৃদ্ধি করে বা স্থানের ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করে ডিভাইডারের উপর দিয়ে বা নীচে চলাচলের অনুপোযোগী করে গড়ে তোলা।

৫. সড়কের পার্কিং লেন পৃথকীকরণ, নতুন পার্কিং এর ব্যবস্থাকরণ এবং পার্কিং 'সময়সীমা'/ 'গাড়ির সংখ্যা' উল্লেখ করা।

৬. প্রয়াত মেয়র আনিসুল হক কর্তৃক পরিকল্পিত ঢাকা শহরের বাস এবং রুটসমূহ 'ফ্রাঞ্চাইজি' এর মাধ্যমে চলাচলের ব্যবস্থা দ্রুত বাস্তবায়ন করা।

৭. ঢাকা শহরে আগামী কয়েক মাসের মধ্যে রিমোট কন্ট্রোলড স্বয়ংক্রিয় বৈদ্যুতিক সিগনাল ব্যবস্থা চালু করা।

৮. ঢাকা শহরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমন্বয় করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছুটি বা আরম্ভ হবার প্রাক্কালে অপেক্ষাকৃত বয়ঃজ্যেষ্ঠ শিক্ষার্থী, স্কাউট এবং বিএনসিসি'র সহযোগিতা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীদের রাস্তা পারাপারের উদ্যোগ গ্রহণ করা। এরই ভিত্তিতে ইতোমধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সকল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

পরিবহনের ফিটনেস এবং লাইসেন্স:

১. ফিটনেস বিহীন পরিবহন ও লাইসেন্স বিহীন চালকের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ।

২. লাইসেন্স প্রদান প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করতে হবে। এক্ষেত্রে 'শিক্ষানবিশ' লাইসেন্স প্রদানের প্রাক্কালেই ড্রাইভিং টেস্ট নেয়া যাতে উত্তীর্ণদের দ্রুততম সময়ে লাইসেন্স প্রদান করা যায়।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজীকরণ প্রস্তাবঃ

সড়কে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট (জিআইইউ), প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় গত ০৩ (তিন) বছর ধরে কাজ করে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) ও সচিব মহোদয়ের নির্দেশনাক্রমে বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়েছে, বেশ কিছু বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং বেশ কিছু চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে সড়ক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিবেদন সরকারের গোচরীভূত হয়েছে। সড়কে শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআরটিএ)। প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই জিআইইউ এর অন্যতম প্রধান কাজ হলো বিভিন্ন সেবা প্রদান পদ্ধতি সহজীকরণ। এরই প্রেক্ষিতে, বিআরটিএ-র বর্তমান সেবা প্রদান প্রক্রিয়াকে আরও জনবান্ধব এবং সহজ করার লক্ষ্যে, এর দক্ষতা উন্নয়ন ও সেবা প্রদান সহজীকরণের জন্য কী কী কার্যক্রম গ্রহণ করা যায়, সে সম্পর্কিত সুপারিশ প্রণয়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ০৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখের ০৩.০৯২.০২৯.০০.০০.০২০.২০১৫-১২৯১ নম্বর স্মারকে গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর মহাপরিচালক জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিনকে আহ্বায়ক করে ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। ড. মোঃ কামরুল আহসান, চেয়ারম্যান, বিআরটিএ মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিআরটিএ প্রধান কার্যালয়ে কমিটির সদস্যবৃন্দ এবং উক্ত কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে বিআরটিএ- এর কার্যপরিধি এবং সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে আলোচনা সভার প্রেক্ষিতে লাইসেন্স সেবা সহজীকরণে কাজ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর কমিটির সদস্যগণ কর্তৃক মিরপুর আঞ্চলিক কার্যালয়, জোয়ার সাহারা পরীক্ষার ভেন্যু, উত্তরা কার্যালয় ও পরীক্ষার ভেন্যু, বিআরটিএ- এর জন্য উত্তরায় অধিগ্রহণকৃত জমি এবং পূর্বাচলে অধিগ্রহণের নিমিত্ত প্রস্তাবিত জমি পরিদর্শন করা হয়। এছাড়াও জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের ২৭তম সভায় অনুমোদিত সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে গঠিত কমিটির সুপারিশ এর বিআরটিএ সম্পর্কিত অংশসমূহ, সাম্প্রতিক জারিকৃত গুরুত্বপূর্ণ পরিপত্র, প্রজ্ঞাপন ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করা হয়।

ড্রাইভিং লাইসেন্স সেবা সহজীকরণের জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রচলিত সেবা প্রদান পদ্ধতির বিপরীতে কমিটি একটি সুপারিশমালা প্রস্তুত করে। এর সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ:

১. বিষয়: শিক্ষানবিস ড্রাইভিং লাইসেন্স ও আবেদন প্রক্রিয়া

বর্তমান পদ্ধতি:

ক. অনলাইনে শিক্ষানবিস ড্রাইভিং লাইসেন্স আবেদন করা যায় এবং তৎক্ষণাত শিক্ষানবিস ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়া যায়, তাছাড়া বিআরটিএ কার্যালয়ে গিয়েও শিক্ষানবিস লাইসেন্সের জন্য নির্ধারিত ফরমপূরণ পূর্বক শিক্ষানবিস লাইসেন্স পাওয়া যায়।

খ. পরবর্তীতে মূল লাইসেন্স এর জন্য পুনরায় অফলাইনে আবেদন করতে হয়; যা একই কাজ দুই দফায় করতে হচ্ছে। এর মাধ্যমে অসদুপায় অবলম্বনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

সুপারিশ:

ক. আবেদনকারী প্রথমেই ড্রাইভিং লাইসেন্স এর জন্য বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত একটি আবেদন ফরম অনলাইনে পূরণ করবেন। পরবর্তীতে আর কোনো পর্যায়ে আর কোনো ফরম পূরণ করতে হবে না। অনলাইন ফরম পূরণ করার মাধ্যমেই তৎক্ষণাত লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষার তারিখ প্রার্থী নিজে অনলাইনে নির্ধারণ করবেন। তখনই এক সাথে সকল ফি নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে মোবাইল ব্যাংকিং সুবিধা বা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ফি প্রদানের সুযোগ থাকতে পারে।

খ. ফি প্রদানের ভিত্তিতেই একজন আবেদনকারী শিক্ষানবিস লাইসেন্স, সকল পরীক্ষার তারিখ ও স্থান, লাইসেন্স প্রদানের সম্ভাব্য তারিখ প্রাপ্ত হবেন।

গ. ব্যক্তি আবেদনের প্রেক্ষিতে ছবি সম্বলিত শিক্ষানবিস লাইসেন্স পাবেন (ছবি অনলাইন আবেদনে বাধ্যতামূলক থাকবে) এবং একটি আইডি নম্বর পাবেন। এই আইডি নম্বর বিআরটিএ-র সাথে সকল ধরনের কার্যক্রম/ যোগাযোগ পরিচালনার ভিত্তি হবে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া হবে অনলাইন। ম্যানুয়ালি কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ, জমা প্রদান প্রক্রিয়া থাকবে না। ফলে সারা দেশ হতে আবেদন করা যাবে, পরীক্ষার দিন ব্যতীত কাউকে বিআরটিএ-তে আসতে হবে না। ফলে, মানুষের ভোগান্তি অনেকাংশে লাঘব হবে।

ঘ. পরবর্তীতে পরীক্ষার (লিখিত/ মৌখিক/ ফিল্ড টেস্ট) তারিখ পরিবর্তন করতে চাইলে নির্ধারিত ফি (যা বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করতে পারেন) প্রদান সাপেক্ষে অনলাইনে পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন করতে পারবেন।

ঙ. পরীক্ষার (লিখিত/ মৌখিক/ ফিল্ড টেস্ট) দিনই আঙ্গুলের ছাপ ও ছবি তোলার কাজ সম্পাদন করা যেতে পারে।

চ. নির্ধারিত তারিখে, সকল শর্ত পালন এবং পরীক্ষায় (লিখিত, মৌখিক ও ফিল্ড টেস্ট) উত্তীর্ণ সাপেক্ষে অনলাইনে একটি বারকোড সহ একটি অবিকল লাইসেন্সের কপি প্রদান করা হবে। প্রার্থী আরেকটি নির্ধারিত তারিখে বিআরটিএ-তে উপস্থিত হয়ে প্লাস্টিক কার্ড (মূল লাইসেন্স) সংগ্রহ করবেন।

২. বিষয়: পরীক্ষার রোল নম্বর

বর্তমান পদ্ধতি:

শিক্ষানবিস লাইসেন্স এ প্রদত্ত পরীক্ষার রোল নম্বর দিয়ে পরীক্ষা নেওয়া হয় না। ম্যানুয়ালি একটি তালিকা তৈরি করা হয়, যাতে ব্যক্তির নাম ও ম্যানুয়ালি জেনারেটেড রোল নম্বর থাকে। রোল নম্বরটি বোর্ডে টাঙিয়ে দেয়া হয়। ভিড়ের কারণে সেখান থেকে রোল বের করা অত্যন্ত কঠিন ও সময়সাধ্য। অনেকে রোল নম্বর খুঁজে পান না। একজন ব্যক্তি ল্যাপটপ নিয়ে বসে থাকেন; যারা ঐ বোর্ডে রোল নম্বর খুঁজে পান না, তারা তার কাছ থেকে রোল নম্বর সংগ্রহ করেন। ঐ রোল নম্বর অনুসারে পরীক্ষা নেওয়া হয়। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি একটি ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতি এবং এভাবে দালাল শ্রেণির উপকৃত হবার পথ উন্মুক্ত হয়।

সুপারিশ:

শিক্ষানবিস লাইসেন্স-এ প্রদত্ত একক আইডি দিয়ে ১ নং এ আলোচিত পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষা গ্রহণ করলে এ বিষয়ে সেবা সহজীকরণ হবে।

৩. বিষয়: পরীক্ষার্থীর সংখ্যা নির্ধারণ এবং পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন

বর্তমান পদ্ধতি:

প্রতিদিন কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেমস লিমিটেড (সিএনএস) পরিচালিত সফটওয়্যারে ৩০০ জনের পরীক্ষা নেওয়ার সীমা নির্ধারণ করা আছে। বাস্তবে একেকটি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৫০০-৭০০ পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেন। এরকম তিনটি পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রায় ১৫০০-২০০০ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়া হয়। এ বিষয়টি সফটওয়্যার পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান সিএনএস এর সাথে সমন্বয় করা হয়নি। ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে এই পরীক্ষাগুলো নেওয়া হচ্ছে। আবার যারা পরীক্ষায় ফেল করেন তারা একটি নির্ধারিত ফি প্রদান করে পুনরায় পরীক্ষা দিতে পারেন। এরকম ফেল করা পরীক্ষার্থীর প্রথম বারের পরবর্তী কোনো পরীক্ষার সাথে সফটওয়্যারের কোনো সমন্বয় নেই। তাছাড়া সফটওয়্যার নির্ধারিত তারিখে অনেক পরীক্ষার্থীর অনেক সমস্যা থাকার কারণে অনেকে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর অনুমতিক্রমে আগে-পরে পরীক্ষা দেন। ফলে ম্যানুয়্যালি রোল নম্বর দিচ্ছেন বিআরটিএ কর্তৃপক্ষ। এ পদ্ধতি সন্দেহাতীত ভাবে অবৈজ্ঞানিক এবং দুর্নীতি সহায়ক।

সুপারিশ:

ক. এক্ষেত্রেও ১ নং এ বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে।

খ. বাস্তবের সাথে সফটওয়্যারের কাজের সমন্বয় করতে হবে। পরীক্ষার তারিখগুলো স্লট আকারে থাকবে, যেখান থেকে আবেদনকারী স্লট চয়েস করতে পারবেন। বিশেষ সমস্যা, যেমন বিদেশ যাত্রার উদ্দেশ্যে ড্রাইভিং লাইসেন্স, বিশেষ সমস্যার কারণে পরীক্ষার তারিখ পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়গুলোও সফটওয়্যারের মাধ্যমে অনলাইনে সমাধান করতে হবে। (১ নং এ বর্ণিত)

গ. পরীক্ষার্থীর সংখ্যা নির্ধারণের ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক এই বিষয়গুলো বিবেচনাপূর্বক সফটওয়্যারে পরিবর্তন করতে হবে।

৪. বিষয়: লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর পত্র মূল্যায়ন

বর্তমান পদ্ধতি:

২০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা নেয়া হয়। প্রশ্নের ধরন সংক্ষিপ্ত। পাশ নম্বর ১২। তিন ধরনের অর্থাৎ গাড়ি চালনা, আইন সম্পর্কিত এবং ইঞ্জিন সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত ও নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকে, যেখানে প্রত্যেক প্রশ্নের মান ১। প্রশ্নের মান ও গোপনীয়তা বিষয়ে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া উত্তরপত্র মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়েও বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে।

সুপারিশ:

এ ক্ষেত্রে এক হাজার প্রশ্ন সম্পর্কিত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের একটি প্রশ্ন ব্যাংক প্রস্তুত করা যেতে পারে এবং এটি হবে সবার জন্য উন্মুক্ত। ঐ প্রশ্নসমূহ হতে প্রতিদিন সফটওয়্যারের মাধ্যমে র‍্যান্ডম সিলেকশন করে অটোমেটিক ৫০ নম্বরের পরীক্ষা হতে পারে যেখানে পাশ নম্বর হবে ৩০ এবং উত্তর পত্র মূল্যায়ন হবে ওএমআর মেশিন দিয়ে। ফলে, সময় কমবে এবং দ্রুত মূল্যায়ন সম্ভব হবে। এক্ষেত্রে প্রশ্নের সেট সম্পর্কিত কোন জটিলতা থাকবে না।

৫. বিষয়: লিখিত পরীক্ষার ভেন্যু

বর্তমান পদ্ধতি:

জোয়ার সাহারা পরীক্ষা কেন্দ্রে একটি শেডে ৭০টি প্লাস্টিকের হাতলবিহীন চেয়ারে পরীক্ষা নেয়া হয়। ৮-১০ টি পরপর সেশনে প্রতিদিন পরীক্ষা নেওয়া হয়। উল্লেখ্য উক্ত সিটিং এরেঞ্জমেন্ট এর পাশে হাতলওয়ালা চেয়ারের ১২০ সিটিং এরেঞ্জমেন্ট সম্বলিত একটি কক্ষ নির্মীয়মান রয়েছে। উত্তরায় একটি কক্ষে ১২০টি প্লাস্টিকের চেয়ারে একবারে পরীক্ষা নিতে পারে।

সুপারিশ:

তেজগাঁও পলিটেকনিকসহ যেসব ট্রেনিং সেন্টারে একসাথে অনেকে পরীক্ষা দিতে পারে, এরকম ভেন্যু-তে পরীক্ষা নেওয়া যেতে পারে। পরীক্ষা আয়োজনের জন্য বাজেট বরাদ্দ রাখা যেতে পারে।

৬. বিষয়: মৌখিক পরীক্ষা

বর্তমান পদ্ধতি:

ক. বর্তমান বিধি ও আইন অনুযায়ী লিখিত, ফিল্ড টেস্ট এবং মৌখিক পরীক্ষার জন্য জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট(এডিএম) এর প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, ট্রাফিক ইন্সপেক্টর এবং সিভিল সার্জনের প্রতিনিধি হিসেবে একজন ডাক্তারের উপস্থিতির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, পরীক্ষা চলাকালীন একজন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি এবং পরবর্তীতে পরীক্ষা ফলাফলের কার্যবিবরণী স্বাক্ষরের জন্য আরেক জন অর্থাৎ এডিএম এর দপ্তর হতে অনুমতি এবং পুনরায় একজন ডাক্তারের সম্মতি (স্বাক্ষর) প্রদান প্রক্রিয়ায় কয়েক সপ্তাহ সময় লেগে যায়। তবে এই সমস্যা প্রধানত ঢাকা এবং বিভাগীয় শহরগুলোতে। পরিদর্শনে দেখা যায়; উত্তরার পরীক্ষা কেন্দ্রে ১৬০ মিনিটে ২৫০ জনের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি জটিল, ত্রুটিপূর্ণ এবং সময় সাপেক্ষ ।

খ. লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক পরীক্ষা ও ফিল্ড টেস্ট এর ফলাফলে পরীক্ষা কমিটির সভাপতি হিসেবে অন্যান্য জেলার মত ঢাকা-তেও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর স্বাক্ষর প্রয়োজন হয়। যেহেতু একই সাথে এবং সারাদিনব্যাপী তিনটি পৃথক স্থানে ঢাকায় পরীক্ষা নেওয়া হয়, রেজুলেশনগুলো অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ঢাকা এর নিকট প্রেরণ করা হয়। এই রেজুলেশন পাস হতে হতে প্রায় ১৫-২০ দিনের মতো লেগে যায়।

সুপারিশ:

ক. জেলা প্রশাসকের কার্যালয় বা বিআরটিএতে নিয়োগকৃত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণকে পরীক্ষা গ্রহণ এবং পরীক্ষা গ্রহণ শেষে ঐ দিনই ফলাফল কার্যবিবরণীতে স্বাক্ষরের ক্ষমতা প্রদান করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, বিআরটিএতে নিয়োগপ্রাপ্ত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ শুধু মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে থাকেন, তাদেরকে পরীক্ষা গ্রহণের অনুমতি প্রদান করা যেতে পারে।

ঢাকা জেলার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর পক্ষে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট এর স্বাক্ষরই যথেষ্ট হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। পরীক্ষার পর পরীক্ষার ভেন্যুতেই রেজুলেশন পাস করা যেতে পারে। উপস্থিত নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পরীক্ষান্তে ফলাফলসহ কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করতে পারেন।

খ. বিশেষত বিভাগীয় শহরে একজন নির্দিষ্ট ডাক্তার সংযুক্তি প্রদান / পদায়ন করা যেতে পারে।

৭. বিষয়: ফিল্ড টেস্ট

বর্তমান পদ্ধতি:

ফিল্ড টেস্ট এর যায়গা অপ্রতুল। অল্প স্থানে সেডান কার এবং মোটর সাইকেল এর মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়া হয়। মোটর সাইকেল এর ক্ষেত্রে 'জিগজ্যাগ' এবং সেডান কার এর ক্ষেত্রে 'এল' টেস্ট নেওয়া হয়। ভারী যানবাহনের লাইসেন্স এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, কোন ভারী যানবাহন নেই। মোটর সাইকেল কেউ কেউ নিয়ে আসেন, আবার ১০০ টাকায় ভাড়ায় পাওয়া যায়। সেডান কার সাধারণত কেউ নিয়ে আসেন না, ২০০ টাকায় ভাড়ায় পাওয়া যায়। ভাড়া প্রদানকারী ব্যক্তি তিনটি সেডান কার, কয়েকটি মোটর সাইকেল ভাড়া দেন এবং তার নিজস্ব প্রায় ১৪ জন ব্যক্তি কাজ করেন। তাদের কাছে টাকা দিলে, তারা একটি স্লিপ দেন, যেটা দিয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন পরীক্ষার্থীগণ।

সুপারিশ:

ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে গাড়ির ব্যবস্থার কিছু সুফল আছে, যেমন বেশ কিছু অতিরিক্ত কাজের লোক পাওয়া যাচ্ছে, গাড়ি রাখার জন্য বেশি স্থানের প্রয়োজন হচ্ছে না, পরীক্ষার্থীদের গাড়ি নিয়ে

আসতে হয় না ইত্যাদি। কিন্তু এই ভালো কাজটি পরীক্ষার স্থানে টাকা নেওয়ার একটি সুযোগ সৃষ্টি করছে এবং এর ফলে দুর্নীতির একটি দরজা খুলে যাচ্ছে। ভাড়ায় যে টাকা পাওয়া যায়, সেটা প্রথমেই অফিশিয়ালি নিয়ে একটি প্রজেক্ট এর মাধ্যমে আউটসোর্সিং করে একই ব্যবস্থা করলে একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থার উদ্ভব হবে এবং সমস্যাগুলোও সমাধান করা সম্ভব হবে। ভারী যানবাহন দিয়ে পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট ধরনের লাইসেন্স এর পরীক্ষা আয়োজন করা যেতে পারে।

৮. বিষয়: অপেশাদার ড্রাইভিং লাইসেন্স এর জন্য আবেদন ও স্মার্ট কার্ড প্রদান

বর্তমান পদ্ধতি:

রেজুলেশন পাস হওয়ার পর আবেদনকারী ড্রাইভিং লাইসেন্স ও স্মার্ট কার্ড এর জন্য আবেদন করেন। আবেদন গ্রহণ করার প্রক্রিয়ায় কিছু অস্বচ্ছতা রয়েছে। এরপর আবেদনকারী নিজ উদ্যোগে পুলিশ ভেরিফিকেশন করিয়ে নিয়ে আসে। এতে ১০-১৫ দিনের মতো সময় লাগে। এর পরে বিআরটিএ অফিস, মিরপুরে গিয়ে ছবি ও বায়োমেট্রিক তথ্য দিতে হয়। সেই স্মার্ট কার্ড পেতে আরো ১০-১৫ দিন সময় লাগে। উল্লেখ্য, বর্তমানে 'টাইগার আইটি বাংলাদেশ লিমিটেড' নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এই স্মার্ট কার্ড প্রদান বন্ধ আছে (যেহেতু কার্ড সরবরাহ নাই) এবং এর পরিবর্তে হাতে লেখা লাইসেন্স প্রদান করা হচ্ছে। ফলে সেবাগ্রহীতাদের নানা ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

সুপারিশ:

মৌখিক পরীক্ষার পরবর্তীতে একই দিনে তাৎক্ষণিক ছবি তোলার পরবর্তীতে ডিজিটাল লাইসেন্স কার্ড প্রদান করা সম্ভব। অন্তত ঐ দিনই একটি অস্থায়ী লাইসেন্স প্রদান করা যেতে পারে যা কিছু দিনের জন্য কার্যকর থাকবে এবং নির্দিষ্ট তারিখে মূল প্লাস্টিক কার্ড প্রদান করা যেতে পারে।

৯. বিষয়: ফেল করা পরীক্ষার্থীর পুনঃপরীক্ষা

বর্তমান পদ্ধতি:

একবার ফেল করলে একজন পরীক্ষার্থীকে পরবর্তীতে সকল পদ্ধতি অবলম্বন করে, সব পরীক্ষা আবার দিতে হয়।

সুপারিশ:

লিখিত/ মৌখিক/ ফিল্ড পরীক্ষার মধ্যে যে অংশে পরীক্ষার্থী ফেল করবে শুধু সেই অংশে পুনঃপরীক্ষা নেয়া যেতে পারে।

১০. বিষয়: সিটিজেন'স চার্টার

বর্তমান পদ্ধতি:

অফিসগুলোতে কিছু কিছু সেবা বিল বোর্ডের মাধ্যমে প্রদর্শন করা আছে ।

সুপারিশ:

ক. গুরুত্বপূর্ণ সেবাগুলোর সিটিজেন'স চার্টার ইনফোগ্রাফিক প্রক্রিয়ায় প্রদর্শন করা যেতে পারে এবং ওয়েব সাইটে বিস্তারিত প্রদর্শন করা যেতে পারে।

খ. নির্ধারিত সেবাভিত্তিক ছোট ছোট লিফলেট প্রকাশ করা যেতে পারে।

গ. অনলাইন আবেদনের শুরুতেই শিক্ষানবিস লাইসেন্স প্রদানের সময়ই সিটিজেন'স চার্টারের সফট কপি আবেদনকারী প্রাপ্য হবেন।

১১. অন্যান্য সুপারিশ:

ক. প্রশিক্ষণ এবং পরীক্ষাগ্রহণের সক্ষমতাবৃদ্ধিতে আধুনিকায়নের আওতায় ড্রাইভিং সিমুলেটর ব্যবহার করা যেতে পারে।

খ. বর্তমানে ১৩৯টি নিবন্ধিত ড্রাইভিং স্কুল রয়েছে। ড্রাইভিং স্কুলগুলোর মধ্যে সক্ষমতা ও অন্যান্য বিষয়কে বিবেচনায় রেখে প্রাথমিকভাবে কয়েকটি স্কুলকে ড্রাইভিং টেস্ট সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলা যেতে পারে।

গ. বর্তমানে সারা দেশে মাত্র ১৯৪ জন নিবন্ধিত ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর রয়েছেন, যা খুবই অপ্রতুল। দক্ষ ও অধিক সংখ্যক ড্রাইভিং ইন্সট্রাক্টর তৈরির জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে।

Research proposal on

Health Sector in Bangladesh: Problems, Challenges and Suggestions for Improvement

1. Introduction

The health sector in Bangladesh is operated by two divisions under the Ministry of Health and Family Welfare as Health services Division and Health Education and Family Welfare Division. The Health Services Division is mainly responsible for ensuring proper health facilities to the citizens of the country by developing and implementing policies regarding health and nutrition, and communicating with international world. On the other hand, the Health Education Division is mainly responsible for the capacity development of the health service provider personnel (doctor, technician, nurse etc.). The health system of Bangladesh is based on national policies as 7th Five Year Plan, National Health Policy 2011, Bangladesh Population Policy 2012, National Nutrition Policy 2015, National Drug Policy 2016, National Food Policy 2005, National Medicine Policy 2016, Health, Population and Nutrition Sector Programme, Monitoring andEvaluation Framework (M&E) for SDGs Implementation (2018) and so on. The government has created a National Health Strategy 2017-2030 and National Nutrition Regulation activity plan 2016-2025 and different programs/projects to improve the overall health sector.

The world is facing a pandemic of Covid 19 and Bangladesh has been entangled in fighting the virus for the last three months. Though the figures of death are low compared to many developed countries of the world, the country is facing difficulty in the management of

Covid patients. Lack of service providers and necessary equipment along with medicine came out as management obstacles. A report of United Nations Development Programme (UNDP, 2020) identified the low budgetary allocation in health sector as a reason for this management problem . Besides the budgetary allocation other problems such as inadequacy in proper medical technology, skilled health care providers, resource limitation has come out in various discussions (Kozlakidis et al, 2020). The various writing on health sector performance during Covid 19 epidemic in the country gives rise to the need of understanding the policies, activity and health care system of Bangladesh.

Therefore this proposal is prepared with an intention to understand the present situation of health sector performance in Bangladesh. The proposal will first briefly describe a background study titled literature review and draw hypothesis for the study which will be followed by research questions. Afterwards the methodology will be described.

2. Literature review

This section will elaborate and discuss relevant literatures based on health sector in Bangladesh. The write up has broadly focused on the activities related to drugs and pharmaceutical industries, hospital and health service provider (HR) management and also has visited the present problems and challenges in health sector. Afterwards, the section will draw its study hypothesis which will be followed by some research questions.

2.1 National Drug Policy, Drug Administration and Pharmaceutical industries

The Drug Policy 2016 of Bangladesh provides with the detailed guidelines of drug administration (drug registration, import, export, raw material production, distribution, knowledge transfer, pricing, pharmaceutical or drug manufacturing industries and so on). Pharmaceutical industries in Bangladesh are creating brand value in the international market and achieving world standard qualification by different international agencies such as WHO, US Food and Drug Administration (Abhayawansa and Azim, 2014, p.101). Drug Ordinance-1982 helps a lot to develop local manufacturing capacity rapidly. Though international standard drugs are produced in the country and there is a healthy competition in pharmaceuticals but still problem exist in this area which have been described in several literatures. Habib et al (2011) stated that though drugs are reasonably priced and being stabled, due to healthy competition in pharmaceuticals but, drug marketing capacity is not properly developed in the country yet (Habib MA, Alam MZ 2011, p.62-63). They suggested that there are need of marketing professionalism, advanced equipment, technology and plant facilities for firms, timely export facilities in sea and airport, fair promotional activities, proper power supply for pharmaceutical development. (Habib MA, Alam MZ 2011, p.72-74).

It was mentioned above that marketing professionalism is an important area for pharmaceutical development. Arranging educational programmes or activities can be an effective way of pharmaceutical product marketing. Continuing Medical Education Program (CME) assisted by companies may come to help. Such a program demands sufficient resources such as financial, infrastructural or human resources. But, healthcare providers' (doctors) interference in drug promotional activities hampers the proper marketing of drugs as well as their professional image and public acceptance (Islam S, Rahman A, Al-Mahmood AK 2018, p.522). The medical representatives play a vital role promoting brand name of drugs instead of the generic name to the health service providers (Amin &Sonobe, 2013, p.12). For this reason, most of the time doctors use the brand name of drugs instead of generic name in their prescription as they receive direct and indirect benefits from national and multinational industries and also control the choice of consumers. (Amin & Sonobe, 2013, p.13, 14, Sultana, 2016, p.56, Rizvi Hasan, 2014, p.9).

Drugs are prescribed in the country by physicians and pharmacists. In addition patients commonly are engaged in self-prescription and decide themselves the drug type. Therefore, restriction in drug selling and strong supervision is required to secure health care (Reich MR 1994, p.131). The literature of Reich MR narrated problems of prescribing drugs to patients as follows:

"Physicians prescribed with a strong tendency to polypharmacy, in which a 'shotgun' approach was adopted with a series of different medications for each medical visit, and with no fear of malpractice control through litigation or regulation" (Reich MR 1994, p.131).

Literatures suggest that the Drug Policy of Bangladesh is able to decrease the cost of medicine by reducing import prices. It also has promoted domestic production so far in the country. Active pharmaceutical ingredients or raw materials for drug production are imported from various countries (China, India, Germany, UK,

সংস্কারমূলক সুপারিশসমূহ

France, Italy, Denmark, Switzerland, Austria). This creates high dependency to produce pharmaceutical products (Sultana, 2016, p.55,56). So, there is a need to explore the ways of reducing this dependency. Imported raw materials increase the production cost. As a result, offering export prices is becoming tougher for pharmaceutical industries. (Ansary MA W et al 2014, p.38). Standardized Active Pharmaceutical Ingredient Plant (API) can help to produce raw materials in Bangladesh. (Ansary MA W et al 2014, p.39).

The local Pharmaceutical business has been flourished based on the friendly Government Drug Policy in 1982 (Amin & Sonobe, 2013, p.4, 5, 23, Reich, 1994). But government supervision for local manufacturing processes of pharmaceutical products and effective quality control still needs more attention (Reich MR 1994, p.132-134). Various evaluations showed that, due to organizational weakness of the Drug Administration, the government is unable to ensure drug quality control in an effective manner (Reich MR 1994, p.137).

Being a least developed country Bangladesh can produce drugs being free from intellectual property rights till 2033. Therefore, there is plenty opportunity to capture the global market. To achieve this the government should make the export process of drugs easier.(Islam S, Rahman A, Al-Mahmood AK 2018, p.519, Rizvi Hasan, 2014, p.4 p.6).

According to Habib et al (2012) advanced technology is very important for development of pharmaceutical sector. Absence of bioequivalence study and lack of well-equipped drug testing laboratory with modern instruments hinders achieving the international standard quality and trustworthiness of drugs (Sultana, 2016, p.55,56). Some countries of the world require bioequivalence test for registering a drug. For this reason pharmaceuticals exporters have already demanded bioequivalence test center in Bangladesh to accelerate pharmaceutical export (Ansary MA W et al 2014, p.40). Foreign buyers make objections about drug testing laboratories and quality monitoring facilities of Bangladesh. Well-equipped drug testing laboratory will help to expand export of drugs (Ansary MA W et al 2014, p.40).

2.2 Healthcare Services and Citizens Satisfaction

The literature of Parasuraman et al (1988) described service quality as the perception or judgment of the care provider/ customer regarding an organizations overall performance. According to their opinion this includes fulfillment of service receivers personal need, expectation and desire (Parasuraman et al, 1988). Buyukozkan et al (2011) mentioned empathy, professionalism and reliability are important factors for improving health care quality. The study of Selim et al (2017) compared the healthcare service of private and public hospitals in Bangladesh. Their research showed that the care receivers of the private hospital were more satisfied compared to those receiving health care in public hospitals. As a reason for this Chaudhury et al, (2006) in their study explained that the private hospitals ensure better health care services by charging more than public hospitals. These hospitals (private) manage their efficiency by paying the health service providers higher than the public hospitals. The research also indicated corruption as a component of poor health care service in public hospitals (Chaudhury et al, 2006).

Killingsworth et al (1999) mentioned that the Government of Bangladesh has invested a huge amount in public rural health care by developing thana health complexes all over the country. Moreover, the government also established a network of family planning services through family welfare centers. Public sector appointment of health care givers is not sufficient and there are a number of positions unfilled. Due to shortage of service providers the health care services cannot meet the expectation of the patients. Moreover, the salary and incentive of caregivers or health service providers is lower compared to private sector which drives towards lower level of discipline, responsibility and accountability in the public hospitals (Andaleeb, 2000, p. 34). Dissatisfaction with the behaviour of nurses and inefficiency in service-delivery in public hospital also prevails in the mindset of patients in the country (Rahman et. al., 2002). There are also studies describing patients bribing to support health care staffs for better care in public hospitals (Abdallah, Chowdhury, et.al, 2015).

Public healthcare facilities are supposed to be free of charge but informal and unofficial charging still exists (Vaughan et al, 2000). Free drugs are not available widely. In addition poor logistics and storage facilities, lack of motivation and supervision of health workers, poor diagnostic and therapeutic skills of health workers exist in the public sector. This encourages patients to move towards private healthcare. Moreover, doctors openly suggest patients to private clinics and pharmacies in which they work in a part time basis or have any sort of economic relation (Reich MR 1994, p.131).

There are also literatures describing the weakness of public sector health service. Ali M M (2012) identified inefficiency and lack of proper skill in healthcare givers and corruption for the poor service delivery in public sector healthcare. The poor quality of healthcare service was also described in the literature of Siddiqui and Khandaker (2007) where they mentioned that due to this type of service a large number of patients seek foreign medical care despite additional cost, travel and lengthy visa process (Siddiqui and Khandaker, 2007, p. 222) . Their study indicated inadequate tangibility as a weakness of the health sector. Regarding patient care, the study identified inappropriate behavior of health service providers (doctors, nurses), unavailability of doctors while need, lack of drug supply as weakness (Siddiqui and Khandaker, 2007, p. 221).

Literatures show that effective human resource management (HRM) is the key for an organization to succeed. An effective HRM system, able an organization to maximize the value of their equity share. In other words, good HRM functions increases the overall performance of a company (Aktar S, Islam MS, Hossen SM 2012 p.125). To ensure quality service the human resource of this sector such as doctor and nurses need to be engaged in training and research. The study of Rizvi H (2014) mentioned that investment in research and development are inadequate in this sector.

2.3 Other Problems and Challenges in Health Sector

Several literatures have focused on the corruption in health sector of the country (Muhondwa et al., 2010, Azfar and Gurgur, 2008). According to these literatures these corruption are related to access, quality and effectiveness of health care services as well as lack of accountability of provided resource usage which ultimately hampers

সংস্কারমূলক সুপারিশসমূহ

the quality of service (Muhondwa et al., 2010, Azfar and Gurgur, 2008). Mostert et al., 2012 mentioned lack of information provided to the patients, prescribing unnecessary tests, unethical behavior of the health service providers as corruption in this sector. These corruptions were assumed to threaten patients' lives and affect marginalized people (TI, 2015). There were studies highlighting negligence of health service providers towards patients which hampers the wellbeing and sometimes results in injury or death of a patient (Mahajan, 2010, Chattopdhyay, 2013; Knox, 2009).

The mentioned corruptions has its impacts in health sector which was identified as "Poor use of available resources, inequitable access to and utilization of healthcare services, increased costs of treatment and medicines, loss of trust between providers, patients and other stakeholders, inefficiency amongst the labour force" (Naher et al, 2018, p 13.) Current logistics of the health sector in Bangladesh is characterized by centralized procurement of the medical supplies with some decentralized provision. Delay in health sector's procurement has always been questioned and identified as one of the prime causes of low absorption of budgetary allocations each year by the Government of Bangladesh. Irregular supply chain management in healthcare and inappropriate supplied items were experienced in procurement. In many cases, supplied goods did not match with the requirements of the hospital. In addition, repair and maintenance of medical equipment and facilities remain inadequate and of sub-standard quality (Ali and Medhekar 2016).

Though public expenditure on healthcare in Bangladesh has improved gradually but still it needs to go a long way to meet the international standards in primary and secondary health care provision (Ali and Medhekar 2016).

A report of the World Bank (2002) raised questions on procurement related activities in health sector. These questions were raised in the areas in procurement process such as - poor specification, nondisclosure of selection criteria, award of contract by lottery, one-sided contract documents, negotiation with all bidders, rebidding without adequate grounds, other miscellaneous irregularities, and corruption and outside influence. Delays in evaluation within the department, autonomous bodies, or the corporation were identified as absence of planning, poor technical specifications and consequent clarification process, vague evaluation criteria, poor bidding documents, lack of professional competence in evaluation committees, multiple committees, layering of the review process, and the requirement to revise the Project Proforma (PP) and the Technical Assistance Project Proforma (TAPP) if prices are above estimates.

Ways of improving the sector was described in the literature of Naher et al (2018) by suggesting "active involvement of local government and communities in issues of hospital and patient management could improve service delivery systems, training around different forms of corruption and ethical codes within medical curriculum (at both undergraduate and graduate level) could make healthcare professionals more aware of and able to avoid and report corruption within the sector, Mechanisms should be developed between central and local-level authorities to facilitate the exchange of supervisory and monitoring reports, with necessary steps taken to improve service delivery based on the shared information, district-level hospitals should be given autonomy around financial

সংস্কারমূলক প্রস্তাবসমূহ

resources and the recruitment of doctors, nurses and allied health professionals and key institutions and anti-corruption apparatus should be strengthened and supported by central government to act on cases of corruption in the health sector"(Naher et al, 2018, p 24).

The above discussion provides with some idea about the health sector activity and performance in the country. There are also literatures indicating severe weakness and dissatisfaction in the sector. Based on the discussion of various literatures this proposal draws the following three hypotheses and their alternative hypotheses to assume the effectiveness of service provided in the health sector of Bangladesh:-

1. H1: Drug sector of Bangladesh is optimizing its capacity and exploring its opportunities.

HA:Not H1; so the sector needs improvement.

2. H1: Healthcare services and management of Public sector of Bangladesh are as satisfactory as those of private sector.

HA:Not H1; so the sector needs improvement.

3. H1: Public health sector of Bangladesh is utilizing its resources efficiently.

HA:Not H1; so the sector needs improvement.

Based on the three hypotheses this study proposes three areas for research such as (1) Drug administration and pharmaceutical industry (2) Provided healthcare by healthcare providers and hospitals and (3) procurement and utilization of healthcare resources. The study believes that exploring these three areas activity will enable to understand the overall health sector efficiency in the country.

Therefore, the above mentioned three sets of hypothesis will be tested by gathering and exploring information from three different areas. This context opens up important queries in order to explore the research problem in more detail:

1.1: How are the national policies contributing in effective operation/management of drug and pharmaceutical industries?

1.2: What are the impediments in the way to improve the capacity of drug production and distribution at a reduced price?

1.3: What are the policies and logistic supports necessary for drugs to explore more foreign markets?

2.1: What is the present perception of citizens on public and private healthcare system (including the activity of health caregivers and hospital management) of the country?

2.2: What are the problems for ensuring good governance in public hospital management?

2.3: Why people are less satisfied in public health services than in private health services?

3.1: How effective and transparent is the existing system of medical equipment procurement?

3.2: How to utilize existing resources more efficiently?

সংস্কারমূলক সুপারিশসমূহ

3.3: What are the causes of demand supply mismatch of drugs in the public hospitals?

3. Research Methodology

This part presents the methodology of this study. The study will take an initiative to explore health sector improvement/ reform initiatives. It will adopt a qualitative method. In this study qualitative method will be taken as an intensive research method as it may work with different cases and seek for casual relationship in a qualitative manner.

3.1 Study design

The study will be an empirical study on Health Sector activities in Bangladesh. As it's a very vast area therefore to narrow down the research three specific areas of the sector will be observed such as

(1) Drug and pharmaceutical administration;

(2) Healthcare provider and hospital management and

(3) Procurement related activities in health sector.

3.1.1 Sample area and data collection

The study area will cover different organizations of Health Services. It has been mentioned earlier that three areas such as drug and pharmaceutical administration, healthcare provider and hospital management and procurement related activities in health sector will be observed in the study. Therefore, the organizations providing services in the mentioned areas will be selected. Keeping this in mind the study will focus on selected organizations as follows

To observe and examine the drug and pharmaceutical administration activities of the Directorate of Drug Administration (DGDA) will be observed. This directorate works to ensure quality and safe medicine for all in the country. The mission of this organization covers-

i. To safeguard the health of humans and animals by ensuring the medicines and medical devices meet applicable standards of safety, quality and efficacy.

ii. To ensure the safety and security of supply chain for medicines and medical devices.

iii. To ensure availability including accessibility and affordability and rational use of essential medicines.

iv. To foster a regulatory environment that supports research and innovation and thereby ensures moving towards global standards for quality products.

The healthcare providers' activity and hospital management will be observed by visiting both public and private hospitals. This will provide the study an exposure to compare the services provided by the hospitals and the health caregivers. The patients and their attendant's perception along with the caregivers opinion will be covered.

To observe and examine the procurement of health sector focus will be given on Central Medical Stores Depot (CMSD). The major procurement of this sector is covered by this organization. In addition procurement of medical equipment are also been done by Directorate of Health Services (DGHS), government hospitals

located in district and sub-district areas and specialized hospitals. These organization needs to be examined to understand the procurement system in reality.

Data will be collected from these three areas purposively. Purposive data collection is selected as the study will proceed with a special focus. The interest of this study is to explore the present procedure/activities of these specific areas and probable ways of improvement. Therefore, it is necessary to identify the organizations which deal with our study areas.

The next phase will be entering the study area for data collection. Three separate questionnaires will be developed for different study areas. The questionnaire will contain both closed and open ended questions.

Study/research team will be developed to visit and gather information (data) from the organizations. The research team will combine researchers from BBS, Health Economic/ Public Administration department of Dhaka University, James P Grant School of Public Health, BRAC University, BIDS, ICDDRB, CPTU and GIU. The overall monitoring of the working group will be done by an advisory committee headed by the Principal Secretary to the hon'ble Prime Minister of Bangladesh.

Secondary sources of data will also be gathered. This type of information will be gathered from existing literatures such as journal articles, books, newspapers, health related web pages.

3.2 Data storage and analysis

The research approach is going to deal with qualitative data. All interviews will be conducted in native language "Bangla". Afterwards, the final study report will be in English.

3.2.1 Qualitative data analysis

According to Ritchie and Spencer (1994) "Qualitative data analysis is essentially about detection, and the tasks of defining, categorizing, theorizing, explaining, exploring and mapping are fundamental to the analyst's role" (p. 176). The method used in analyzing the data therefore needs to help the detection. Certain steps are involved in detection which mainly depends on the research questions. Two types of qualitative data are intended to be collected in this study as (1) primary data and (2) secondary data.

The primary qualitative data is going to be based on detailed questionnaire consisting of both open and close ended questions, oral account of the participants and notes taken by the data collector.

The oral accounts will be transcribed after the field visit. Therefore, storage of data and the first step of analysis will be documented. The documentation is going to be based on recorded voices (voices of different stakeholders will be collected after taking their permission), oral accounts and information gathered through the interviews. This will help to keep track of the gathered information. In addition secondary data will be collected from various sorts of existing literature.

The collected information/ data will follow a narrative analysis. Narrative analysis has been chosen for the technique of analysis as it is not dependent on coding strategies but concentrates on the sequencing of storied experiences. In addition the use of language and linguistic structure also is considered in this type of analysis

সংস্কারমূলক উদ্যোগসমূহ

(Floersch R, Longhofer J et al. 2010).

Reference

Abdallah, W., Chowdhury, S. and Iqbal, K., 2015. Corruption in the Health Sector: Evidence from Unofficial Consultation Fees in Bangladesh [http://ftp.iza.org/dp9270.pdf]

Abdallah,W; Chowdhury, S and Iqbal, K. 2009."Corruption in health sector: Evidence from unofficial consultation fees in Bangladesh". Mimeo. University of Washington.

Abhayawansa, S. and Azim, M. 2014, "Corporate reporting of intellectual capital: evidence from the Bangladeshi pharmaceutical sector", Asian Review of Accounting, Vol. 22 No. 2, p.98-127

Aktar S, Islam MS, Hossen SM 2012, 'Human Resource Management Practices and Firms Performance in Bangladesh: An Empirical Study on Pharmaceutical Industry' Asian Business Review,Vol.1, PP. 121-125

Ali, M.M. (2012). Outbound Medical Tourism: The Case of Bangladesh, World Review of Business Research, Vol 2 No 4, pp 50-70.

Amin, N and Sonobe, T 2013, "The success of the industrial development policy in the pharmaceutical industry in Bangladesh", GRIPS Discussion Paper 13-07

Andaleeb, S A, "Service quality in public and private hospitals in urban Bangladesh: a comparative study", 2000, Journal of Health Policy 53 (2000) 25–37

Azfar, O. and Gurgur, T. (2008) 'Does corruption affect health outcomes in the Philippines?', Economics of Governance 9 (3): 197-244.

Buyukozkan, G., Cifci, G. and Guleryuz, S. (2011), "Strategic analysis of healthcare service quality using fuzzy AHP methodology", Expert Systems with Applications, Vol. 38 No. 8, pp. 9407-9424

Chattopdhyay, S. (2013) 'Corruption in healthcare and medicine: why should physicians and bioethicists care and what should they do?', Indian Journal of Medical Ethics 10 (3).

Chaudhury, H., Mahmood, A. and Valente, M. (2006), "Nurses' perception of single-occupancy versus multi occupancy rooms in acute care environments: an exploratory comparative assessment", Applied Nursing Research, Vol. 19 No. 3, pp. 118-125.

Floersch J, Longhofer J, Kranke D and Townsend L (2010) integrating thematic, grounded theory and narrative analysis, London: Sage p1-19

Government of Bangladesh (2016), National Drug Policy 2016 Available at [https://www.dgda.gov.bd/index.php/laws-and-policies/261-national-drug-policy-2016-english-version]

Hasan, R.N.A 2014, "Analysis of Pharmaceutical Industry in Bangladesh"

Hye HKMA 1988, 'Essentials Drugs for All' World Health Forum 9:

214-7.

Islam S, Rahman A, Al-Mahmood AK 2018, 'Bangladesh Pharmaceutical Industry Perspective and the prospects' Bangladesh Journal of Medical Science, Vol. 17 No. 04 PP. 519-525

Killingsworth JR, Hossain N, Hendrick-Wong Y et al (1999), Unofficial fees in Bangladesh: Price, equity and institutional issues, Health Policy Plan, Vol. 14 pp152-163

Knox, C. (2009) 'Dealing with sectoral corruption in Bangladesh: developing citizen involvement', PublicAdministration and Development 29 (2): 117-132.

Kozlakidis Z, Shamsuzzaman M and Hasan K M (2020) COVID-19 and Bangladesh: Challenges and How to Address Them, available at [https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2020.00154/full]

Lacey, A., & Luff, D. (2001).Qualitative data analysis .Sheffield: Trent Focus.

Mahajan, V. (2010) 'White coated corruption', Indian Journal of Medical Ethics 7 (1).

Mostert, S., Sitaresmi, M.N., Njuguna, F., van Beers, E.J. and Kaspers, G.J. (2012) 'Effect of corruption onmedical care in low-income countries', Pediatric Blood and Cancer 58 (3): 325.

Muhammad Mahboob Ali and Anita Medhekar (2016). Globalization, medical travel and healthcare management in Bangladesh. Problems and Perspectives in Management, 14(2-2), 360-375. doi:10.21511/ppm.14(2-2).2016.12

Muhondwa, E.P.Y., Nyambanga, T. and Frumence, G. (2010) 'Petty corruption in health services in Dar es Salaam and Coast Regions'. SIKIKA Policy Brief 02.10. Dar es Salaam: Sikika.

Naher N, Hassan MS, Hoque R, Alamgir N and Ahmed SM (2018). Irregularities, informal practices, and the motivation of frontline healthcare providers in Bangladesh: current scenario and future perspectives towards achieving universal health coverage by 2030. London: Anti-Corruption Evidence SOAS Consortium Working Paper 004, Available at [https://ace.soas.ac.uk/ wp-content/ uploads/2018/07/ ACE-Working Paper004-BD- Irregularities -180720.pdf].

Nuruzzaman M: Al- Mahmood, Abu Kholdun 'Medical Services without Medical Ethics: Sailing the Ship Without Compass' Bangladesh Journal of Medical Science, 2009; 00(010: P.4

Parasuraman, A., Zeithaml, V.A. and Berry, L.L. (1988), "SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring customer perceptions of service quality", Journal of Retailing, Vol. 64 No. 1, pp. 12-40.

Rahman MM, Shahidullah M, Shahiduzzaman M, Rashid HA. Quality of health care from patient perspectives. Bangladesh Med Res Counc Bull 2002; 28:87-96.

Reich MR 1994, ' Bangladesh Pharmaceuticals Policy and Politics' Journal of Health Policy and Planning, Vol.9, no.2, PP. 130-143

Rahman, Abdul Rashid Abdul, 'Continuous Professional Development and The Pharmaceutical Industry- Education Or Marketing?' Bangladesh Journal of Medical Science, 2013; 12 (01): 5-9

সংস্কারমূলক সুপারিশসমূহ

Richie, J and Spencer, L (1994), Qualitative data analysis for applied policy research, in Bryman and Burgess, eds., Analysing Qualitative Data, London: Routledge, p173-194.

Selim Ahmed, Kazi Md. Tarique, Ishtiaque Arif, (2017) "Service quality,

patient satisfaction and loyalty in the Bangladesh healthcare sector", International Journal of Health Care Quality Assurance, Vol. 30 Issue: 5, pp.477-488

Siddiqui, N and Khandaker, S A, "Comparison of Services of Public, Private and Foreign Hospitals from the Perspective of Bangladeshi Patients", 2007, J HEALTH POPUL NUTR, Vol 25(2), P-221-230

Sultana, J 2016, "Future Prospects and Barriers of Pharmaceutical Industries in Bangladesh", Bangladesh Pharmaceutical Journa, 19(1), p.53-57

The World Bank (2002), Bangladesh Country Procurement Assessment Report Procurement Services South Asia Region, Available at [http://documents.worldbank.org/curated/en/812041468743656486/pdf/multi0page.pdf]

TI (2015) 'Bangladesh: overview of corruption and anti-corruption with a focus on the health sector'. Berlin: Transparency International (https://www.u4.no/publications/bangladesh overview of corruption and anticorruption with a focus on the health sector).

Tiranti DJ 1986, ' Essential Drugs: the Bangladesh example four years on. Oxford International Organization of Consumers Unions, New International Publications, and War on Want.

United Nations Development Programme (2020), Covid-19: A reality check for Bangladesh's healthcare system, available at [https://www.bd.undp.org/content/bangladesh/en/home/stories/a-reality-check-for-bangladesh-s-healthcare-system.html]

Vaughan P.J, Karim E and Buse K (2000) Health care systems in transition III. Bangladesh, Part I: An overview of the health care system in Bangladesh, Journal of Public Health Medicine, Vol22 No1 pp 5-9

ফটো এ্যালবাম

ফটো এ্যালবাম

জিআইইউ এর কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

ফটো এ্যালবাম

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ প্রাপ্তদের অবহিতকরণ ও চেক বিতরণ

ফটো এ্যালবাম

ফটো এ্যালবাম

জিআইইউ এর দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডের খণ্ড চিত্র

জিআইইউ এর দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডের খণ্ড চিত্র

জিআইইউ এর দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডের খণ্ড চিত্র

জিআইইউ এর দাপ্তরিক কর্মকাণ্ডের খণ্ড চিত্র

আন্তর্জাতিক পরিসরে পাটজাত চা বাজারজাতকরণ বিষয়ে জিআইইউ এর সাথে উদ্ভাবকের দ্বিপাক্ষিক আলোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থীদের সাথে
মতবিনিময় শেষে জিআইইউ এর কর্মকর্তাবৃন্দ

ফটো গ্যালারী

ফটো গ্যালারী

কোভিড-১৯ কালীন কোরবানি প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সভা

ফটো গ্যালারি

ভিডিও কনফারেন্স
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ঢাকা
ময়মনসিংহ বিভাগ
ভিডিও কনফারেন্স

PUTTING CITIZENS FIRST

প্রচ্ছদ: মোঃ আব্দুল আওয়াল
পরিচালক (যুগ্মসচিব)
বিসিএস প্রশাসন একাডেমি
অলংকরণ ও মুদ্রণ:
হেরিটেজ প্রিন্টার্স
০১৭৮৩৩৬৪৪৫৪

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
www.giupmo.gov.bd